তথ্যববিরণী নম্বর : ১১২

**জয়নাল আবেদীনকে সচিব নিয়োগপূর্বক তিন বছরের জন্য**

**রাষ্ট্রপতির প্রেস সচিব পদে চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ**

ঢাকা, ২৫ পৌষ (৯ জানুয়ার) :

বিসিএস (তথ্য-সাধারণ) ক্যাডারের কর্মকর্তা মোঃ জয়নাল আবেদীনকে তাঁর অবসর-উত্তর ছুটি স্থগিতের শর্তে রাষ্ট্রপতির ১০ শতাংশ কোটায় ১১ জানুয়ারি ২০২০ অথবা যোগদানের তারিখ থেকে সচিব নিয়োগপূর্বক পরবর্তী তিন বছর মেয়াদে রাষ্ট্রপতির প্রেস সচিব পদে চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ ও প্রেষণে পদায়ন করা হয়েছে।

জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের প্রজ্ঞাপনে আজ এ তথ্য জানানো হয়েছে।

#

মাহমুদ/মোশারফ/আব্বাস/২০২০/২১২২ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১১১

**বিশ্ব ইজতেমা আয়োজন বাংলাদেশের জন্য গৌরবের বিষয়**

**---ধর্ম প্রতিমন্ত্রী**

গাজীপুর, ২৫ পৌষ (৯ জানুয়ারি) :

ধর্ম প্রতিমন্ত্রী আলহাজ্ব এডভোকেট শেখ মোঃ আব্দুল্লাহ বলেছেন, তাবলীগ জামাতের বিশ্ব ইজতেমার আয়োজন বাংলাদেশের জন্য সম্মান ও গৌরবের বিষয়।  জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তাঁর দূরদর্শিতা দিয়ে বুঝেছিলেন তাবলীগ জামাতের কার্যক্রম একদিন বিশ্বব্যাপী বিস্তৃত হবে। বিশ্ব ইজতেমা আয়োজনের জন্য বিশাল পরিসরে জায়গা প্রয়োজন হবে। সে জন্য তিনি টঙ্গীতে বিশাল জায়গা বরাদ্দ প্রদান করেছিলেন।

প্রতিমন্ত্রী আজ বিশ্ব ইজতেমা-২০২০ উপলক্ষে টঙ্গীর ইজতেমা ময়দানে ইসলামিক মিশন, ইসলামিক ফাউন্ডেশন আয়োজিত ফ্রি মেডিকেল ক্যাম্প উদ্বোধন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন।

প্রতিমন্ত্রী বলেন, তাবলীগ জামাতের বিশ্ব ইজতেমা প্রথম পর্ব ও দ্বিতীয় পর্ব সুন্দরভাবে, নিরাপদে এবং নির্বিঘ্নে আয়োজনের লক্ষ্যে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নির্দেশে আমরা সকল প্রস্তুতি সম্পন্ন করেছি। সরকারের প্রতিটি দপ্তর/সংস্থার মাধ্যমে আমরা মুসল্লিদের সেবা প্রদানের সকল সুবিধা নিশ্চিত করেছি। আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সকল সংস্থা সার্বক্ষণিকভাবে নিয়োজিত থেকে মুসল্লিদের নিরাপত্তা বিধানে সক্রিয় রয়েছে।

প্রতিমন্ত্রী ইসলামিক ফাউন্ডেশন-সহ বিনামূল্যে চিকিৎসা সেবা প্রদানকারী সকল সংস্থাকে আন্তরিকতার সাথে মুসল্লিদের সেবা প্রদানের  অনুরোধ জানান। মেডিকেল ক্যাম্প উদ্বোধন অনুষ্ঠান শেষে প্রতিমন্ত্রী বিশ্ব ইজতেমা উপলক্ষে ফ্রি চিকিৎসা সেবা প্রদানকারী ক্যাম্পসমূহ পরিদর্শন করেন ও মুসল্লিদের মাঝে বিনামূল্যে ঔষধ বিতরণ করেন।

ফ্রি মেডিকেল ক্যাম্প উদ্বোধন অনুষ্ঠানে আরো উপস্থিত ছিলেন যুব ও ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী আলহাজ মোঃ জাহিদ আহসান রাসেল, ধর্ম সচিব মোঃ নূরুল ইসলাম, গাজীপুর সিটি কর্পোরেশনের মেয়র মোহাম্মাদ জাহাঙ্গীর আলম, ইসলামিক ফাউন্ডেশনের মহাপরিচালক মু: আ: হামিদ জমাদ্দার, গাজীপুর জেলার জেলা প্রশাসক এস. এম. তরিকুল ইসলামসহ প্রমুখ।

#

আনোয়ার/মাহমুদ/রফিকুল/আব্বাস/২০২০/২০২০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১১০

**শিক্ষাব্যবস্থার উন্নয়নে সরকার অভূতপূর্ব সাফল্য অর্জন করেছে**

**-- প্রাথমিক ও গণশিক্ষা প্রতিমন্ত্রী**

ঢাকা, ২৫ পৌষ (৯ জানুয়ারি) :

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা প্রতিমন্ত্রী মোঃ জাকির হোসেন বলেছেন, দেশের শিক্ষাব্যবস্থা উন্নয়নে বর্তমান সরকার অভূতপূর্ব সাফল্য অর্জন করেছে। উত্তর -পূর্বাঞ্চলের জলাবদ্ধ হাওর এলাকায় দারিদ্র্যতা ও যোগাযোগ প্রতিকূলতা থাকা সত্ত্বেও সরকার শিক্ষা উন্নয়নে বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করে চলেছে।

প্রতিমন্ত্রী আজ রাজধানীর গুলশানে ব্র্যাক শিক্ষা কর্মসূচি, বাংলাদেশ আয়োজিত দেশের উত্তর - পূর্বাঞ্চলের জলাবদ্ধ হাওর এলাকায় শিশুদের প্রাথমিক শিক্ষার জন্য শিক্ষাতরী কার্যক্রমের ওপর সম্প্রতি গবেষণায় অর্জিত ফলাফল পর্যালোচনা প্রতিবেদন প্রকাশনা অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় এসব কথা বলেন।

প্রাথমিক শিক্ষার বিভিন্ন উন্নয়ন কর্মকাণ্ড তুলে ধরে প্রতিমন্ত্রী বলেন, শিক্ষার্থীদের গণিত ভীতি দূর করার জন্য দেশের ৮০ টি বিদ্যালয়ে 'গণিত অলিম্পিয়াড কৌশল প্রয়োগের মাধ্যমে প্রাথমিক শিক্ষার্থীদের গাণিতিক দক্ষতা বৃদ্ধির সম্ভাব্যতা যাচাই' শীর্ষক প্রকল্প সফলতার সাথে সম্পন্ন হয়েছে।

প্রতিমন্ত্রী বলেন, খেলার ছলে শিক্ষার্থীদের গণিত শিখানোর এই বিশেষ পদ্ধতিটি দেশের সকল প্রাথমিক বিদ্যালয়ে এখন চালু করা হবে। তিনি বলেন, মুজিববর্ষ উদ্‌যাপন উপলক্ষে দেশের দারিদ্র্যপীড়িত এলাকার ১৬টি উপজেলার ২ হাজার ১৬৬ টি বিদ্যালয়ের ৪ লাখ ১০ হাজার ২৩৮ জন শিক্ষার্থীর মাঝে স্কুল মিল কার্যক্রম চালু করা হয়েছে। আগামী বছর থেকে সারা দেশে এ কার্যক্রম চালু করা হবে। এতে শিক্ষার্থীদের ঝরে পড়া রোধ, বিদ্যালয়ে উপস্থিতি বৃদ্ধি ও পুষ্টিমান বৃদ্ধি পাবে।

অনুষ্ঠানে গবেষক, ব্র্যাক, সরকারি - বেসরকারি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

#

রবীন্দ্রনাথ/ফারহানা/রফিকুল/সেলিম/২০২০/২০২০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১০৯

**বঙ্গবন্ধুর স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবসে মিলাদ ও দোয়া মাহফিলের আয়োজন**

ঢাকা, ২৫ পৌষ (৯ জানুয়ারি) :

ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের এক সিদ্ধান্ত অনুসারে আগামীকাল ১০ জানুয়ারি, ২০২০ খ্রি. বাংলাদেশের স্বাধীনতার মহান স্থপতি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবস এবং জাতির পিতার জন্মশতবার্ষিকী (মুজিববর্ষ-২০২০) উদ্‌যাপন উপলক্ষে ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে সারা দেশের মসজিদসমূহে আগামীকাল শুক্রবার বাদ জুমা মিলাদ ও দোয়া অনুষ্ঠানের অনুরোধ করা হয়েছে।

এ উপলক্ষে অন্যান্য ধর্মীয় উপাসনালয়ে প্রার্থনা সভা আয়োজনের অনুরোধ করা হয়েছে ।

#

আনোয়ার/ফারহানা/মোশারফ/সেলিম/২০২০/১৯৫৫ ঘণ্টা

তথ্যববিরণী নম্বর : ১০৮

**হজের প্রাক-নিবন্ধন সংক্রান্ত জরুরি বিজ্ঞপ্তি**

ঢাকা, ২৫ পৌষ (৯ জানুয়ার)

২০২০ সালে পবিত্র হজ পালনে ইচ্ছুক ব্যক্তিবর্গ এবং হজ এজেন্সিসহ সংশ্লিষ্ট সকলকে জানানো হয়েছে যে, এ বছর বাংলাদেশ থেকে সরকারি ব্যবস্থাপনায় ১৭ হাজার ১৯৮ জন এবং বেসরকারি ব্যবস্থাপনায় ১ লাখ ২০ হাজার ধর্মপ্রাণ মুসলমান পবিত্র হজ পালন করতে পারবেন।

সরকারি ব্যবস্থাপনায় হজ পালনে ইচ্ছুক ব্যক্তিবর্গকে জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টার, ইসলামিক ফাউন্ডেশনের সকল বিভাগীয় ও জেলা কার্যালয়, বায়তুল মোকাররম মসজিদের ২য় তলায় অবস্থিত ইসলামিক ফাউন্ডেশন কার্যালয়, হজ অফিস আশকোনা ঢাকা এবং বাংলাদেশ সচিবালয়ের ৬ নং ভবনের ১৫২১ নং কক্ষ প্রভৃতি স্থানসমূহ থেকে জরুরি ভিত্তিতে প্রাক-নিবন্ধন সম্পন্ন করার জন্য অনুরোধ করা হয়েছে।

হজযাত্রী নিজেও prp.pilgrimdb.org/pilgrim-reg-request/create ওয়েবসাইটে প্রবেশ করে প্রাক-নিবন্ধন সম্পন্ন করতে পারবেন। বেসরকারি ব্যবস্থাপনায় হজ পালনে ইচ্ছুক ব্যক্তিগণও তাদের পছন্দ অনুযায়ী হজ এজেন্সির কার্যালয় থেকে প্রাক-নিবন্ধন সম্পন্ন করতে পারবেন। প্রাক-নিবন্ধন সংক্রান্ত যে কোনো তথ্য জানতে ০৯৬০২৬৬৬৭০৭ নম্বরে যোগাযোগ করতে বলা হয়েছে।

#

আরফি/ফারহানা/মোশারফ/আব্বাস/২০২০/২০০০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১০৭

**পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটসমূহে সাত হাজার শিক্ষক নিয়োগ দেয়া হবে**

**---শিক্ষামন্ত্রী**

ঢাকা, ২৫ পৌষ (৯ জানুয়ারি) :

শিক্ষামন্ত্রী ডা. দীপু মনি বলেছেন, সরকার শিক্ষিত বেকার তৈরি করতে চায় না। তাই কর্মমুখী ও কারিগরি শিক্ষার ওপর সরকার অধিক গুরুত্বারোপ করছে। চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের চাহিদা অনুযায়ী এদেশের শিক্ষা ব্যবস্থাকে যুগোপযোগী করতে হবে। এ লক্ষ্যে প্রযুক্তিগত শিক্ষায় শিক্ষিত জনগোষ্ঠী তৈরি করতে কাজ করা হচ্ছে। পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটগুলোকে আরও উন্নত করার পরিকল্পনার অংশ হিসেবে এবং ইনস্টিটিউটসমূহের শিক্ষক সংকট দূরীকরণে শীঘ্রই ৭ হাজার শিক্ষক নিয়োগ দেয়া হবে।

মন্ত্রী আজ রাজধানীর ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশনে শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর ডিপ্লোমা প্রকৌশলী সমিতির জাতীয় সম্মেলন ২০২০ ও ২৪তম কাউন্সিল অধিবেশনে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় এসব কথা বলেন।

শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর ডিপ্লোমা প্রকৌশলী সমিতির সভাপতি আলতাফ আহমেদ এর সভাপতিত্বে এ অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন শিক্ষা উপমন্ত্রী মহিবুল হাসান চৌধুরী, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগের সচিব মোঃ মাহবুব হোসেন, কারিগরি ও মাদ্রাসা বিভাগের সচিব মুনশী শাহাবুদ্দিন আহমেদ, শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তরের প্রধান প্রকৌশলী ইঞ্জিনিয়ার বুলবুল আক্তার এবং ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশনের সভাপতি একে এম এ হামিদ।

মন্ত্রী বলেন, চতুর্থ শিল্প বিপ্লব সম্পর্কে উদ্বিগ্ন হওয়ার কিছু নেই। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ডিজিটাল বাংলাদেশ ঘোষণার ফলে আমরা চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় এক ধাপ এগিয়ে রয়েছি।

#

খায়ের/মাহমুদ/মোশারফ/আব্বাস/২০২০/১৯৩০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১০৬

**জনশুমারি ও গৃহগণনায় নিখুঁত তথ্য দিতে হবে**

**-- পরিকল্পনা মন্ত্রী**

ঢাকা, ২৫ পৌষ (৯ জানুয়ারি) :

পরিকল্পনা মন্ত্রী এম এ মান্নান বলেছেন, জনশুমারি ও গৃহগণনায় পূর্বের চেয়ে আরো নিখুঁত তথ্য জাতির সামনে তুলে ধরতে হবে। এখানে আপস চলবে না।

মন্ত্রী আজ ঢাকায় বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (বিবিএস) এর সম্মেলন কক্ষে জনশুমারি ও গৃহগণনা ২০২১ বিষয়ক এক কর্মশালার উদ্বোধন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন।

মন্ত্রী বলেন, গণনার কাজটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। যারাই গণনার কাজ করবে তাদের কাজগুলো সঠিকভাবে মনিটরিং করতে হবে যাতে এই গণনার কাজে কেউ বাদ না পড়ে।

পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগের সচিব সৌরেন্দ্র নাথ চক্রবর্তীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে আরো বক্তব্য দেন মন্ত্রিপরিষদ সচিব খন্দকার আনোয়ারুল ইসলাম, প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব ড. আহমদ কায়কাউস এবং ইউএনএফপিএ'র প্রতিনিধি ড. আশা টেরকেলসন৷

উল্লেখ্য, ১৯৭৪ সালে স্বাধীন বাংলাদেশে প্রথম জনশুমারি অনুষ্ঠিত হয়। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন ও দিনটিকে স্মরণীয় করে রাখতে দেশের ষষ্ঠ ‘জনশুমারি ও গৃহগণনা’র ক্ষণগণনা (কাউন্ট ডাউন) শুরু হবে আগামী ১৭ মার্চ। দেশব্যাপী জনশুমারির মূল গণনা ২০২১ সালের ২ জানুয়ারি থেকে শুরু হয়ে চলবে ৮ জানুয়ারি পর্যন্ত।

#

শাহেদ/মাহমুদ/মোশারফ/সেলিম/২০২০/১৮৫৫ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১০৫

স্বাস্থ্যমন্ত্রীর প্রেস ব্রিফিং

**১১ জানুয়ারি ভিটামিন ‘এ’ প্লাস ক্যাম্পেইন**

ঢাকা, ২৫ পৌষ (৯ জানুয়ারি) :

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রী জাহিদ মালেক জানিয়েছেন, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের সার্বিক সহযোগিতায় জনস্বাস্থ্য পুষ্টি প্রতিষ্ঠান আগামী ১১ জানুয়ারি, শনিবার জাতীয় ভিটামিন ‘এ’ প্লাস ক্যাম্পেইন উদ্যাপন করতে যাচ্ছে। এ দিনে ৬ মাস থেকে ৫ বছর বয়সী প্রায় ২ কোটি ১০ লাখ শিশুকে ভিটামিন ‘এ’ ক্যাপসুল খাওয়ানো হবে।

মন্ত্রী আজ ঢাকায় মহাখালীস্থ স্বাস্থ্য অধিদপ্তরে আয়োজিত এক প্রেস বিফ্রিংয়ে এসব কথা জানান।

মন্ত্রী আরো জানান, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি সংস্থা, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, ছাত্র-শিক্ষক ও সাংবাদিক-সহ সকলের সার্বিক সহযোগিতায় দেশব্যাপী ১ লাখ ২০ হাজার স্থায়ী কেন্দ্র-সহ অতিরিক্ত আরো ২০ হাজার অস্থায়ী ও ভ্রাম্যমাণ কেন্দ্রের মাধ্যমে এ কার্যক্রম পরিচালিত হবে। ভ্রাম্যমাণ কেন্দ্রগুলো বিভিন্ন রেল স্টেশন, বাস স্টেশন, লঞ্চঘাট, ফেরিঘাট, বঙ্গবন্ধু ব্রিজ, দাউদকান্দি ও মেঘনা ব্রিজ ইত্যাদি স্থানে স্থাপন করা হবে।

মন্ত্রী বলেন, ভিটামিন ‘এ’ ক্যাপসুল খাওয়ানোর ফলে শিশু যে শুধু রাতকানা রোগ থেকে রক্ষা পায় তা নয়, ভিটামিন ‘এ’ শিশুদের আরো বহুবিধ উপকার করে, যেমন-শিশুর রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি করে, পরিপাকতন্ত্রের প্রদাহ যেমন-ডায়রিয়া, আমাশয়, কলেরা, শ^াসতন্ত্রের প্রদাহ যেমন- নিউমোনিয়া, ব্রংকিওলাইটিস, টাইফয়েড-সহ অন্যান্য সংক্রামক রোগে ঘন ঘন আক্রান্ত হওয়া রোধ করে যা শিশুকে স্বাভাবিকভাবে বেড়ে উঠতে সহায়তা করে। এছাড়া ভিটামিন ‘এ’ শিশুর ডায়রিয়ার ব্যাপ্তিকাল এবং হামজনিত জটিলতা হ্রাস করে।

১৯৭৩ সালে বঙ্গবন্ধু সরকার জাতীয় রাতকানা প্রতিরোধ প্রকল্প শুরু করেন। এর অংশ হিসেবে বাড়ি বাড়ি যেয়ে ভিটামিন ‘এ’ ক্যাপসুল খাওয়ানো হয়। জাতীয় ভিটামিন ‘এ’ প্লাস ক্যাম্পেইনের মাধ্যমে ভিটামিন ‘এ’ ক্যাপসুল খাওয়ানো অব্যাহত রাখার ফলে বর্তমানে ভিটামিন ‘এ’ এর অভাবজনিত রাতকানা রোগের হার শতকরা ১ ভাগের নীচেই রয়েছে।

এই কার্যক্রমকে সাফল্যমণ্ডিত করার লক্ষ্যে ইতোমধ্যে বিভাগ, সিটি কর্পোরেশন, পৌরসভা, জেলা, উপজেলায় অবহিতকরণ সভা এবং সিটি কর্পোরেশন, পৌরসভা, উপজেলা ও ইউনিয়ন পর্যায়ে ২ লাখ ৮০ হাজার স্বেচ্ছাসেবকদের প্রশিক্ষণ প্রদান সম্পন্ন করা হয়েছে।

#

মাহমুদ/রফিকুল/সেলিম/২০২০/১৮৪০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১০৪

**রাজনৈতিক সমস্যা বিএনপি’র মধ্যে, দেশে নয়**

**-- তথ্যমন্ত্রী**

 ঢাকা, ২৫ পৌষ (৯ জানুয়ারি) :

তথ্যমন্ত্রী ও আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ড. হাছান মাহ্‌মুদ বলেছেন, ‘দেশে কোনো রাজনৈতিক সমস্যা নেই, সমস্যা-সংকট বিএনপি’র মধ্যে। আর মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্যে দেশের মানুষ খুশি হয়েছে, কিন্তু বিএনপি খুশি হতে পারেনি, কারণ বিএনপি’র দাবিগুলো একান্ত নিজের, জনগণের বিষয় নয়। সে কারণে বিএনপি হতাশ হয়েছে, কিন্তু দেশের মানুষ খুশি হয়েছে।’

আজ দুপুরে সচিবালয়ে তথ্য মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটি-ডিআরইউ এর নব-নির্বাচিত কার্যনির্বাহী পরিষদের সাথে মতবিনিময়ের পর সাংবাদিকরা ‘বুধবার প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ভাষণে জাতি হতাশ হয়েছে’-বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীরের এ মন্তব্যের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করলে তিনি একথা বলেন। তথ্য প্রতিমন্ত্রী ডা. মোঃ মুরাদ হাসান, তথ্যসচিব কামরুন নাহার ও প্রধান তথ্য অফিসার সুরথ কুমার সরকার এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

প্রধানমন্ত্রীর বক্তৃতায় দেশের মানুষ খুশি হয়েছে, অভিনন্দন জানিয়েছে, উল্লেখ করে ড. হাছান বলেন, প্রধানমন্ত্রী দেশ কিভাবে এগিয়ে গেছে, সেটি যেমন ব্যাখ্যা করেছেন তেমনি দেশকে কিভাবে আরো এগিয়ে নিতে চান, সেটিও বলেছেন। দুর্নীতি, অনিয়ম, অনাচারের বিরুদ্ধে যে অভিযান তিনি শুরু করেছেন, সেটি যে অব্যাহত থাকবে তাও জানিয়েছেন। একই সাথে তিনি এটিও বলেছেন, সবক্ষেত্রে যে সাফল্য এসেছে তা নয়, কিছু ক্ষেত্রে আমাদের দুর্বলতা কাটিয়ে উঠতে হবে।

‘প্রধান নির্বাচন কমিশনার আওয়ামী লীগের পক্ষপাতিত্ব করছেন’- বিএনপি’র এ অভিযোগ তুলে ধরলে মন্ত্রী সাংবাদিকদের বলেন, ‘নির্বাচন কমিশনের সিদ্ধান্তগুলোতে বিএনপি’রই সুবিধা হচ্ছে, আর আওয়ামী লীগের অসুবিধাই হচ্ছে। ঢাকা উত্তরে আওয়ামী লীগের মেয়র প্রার্থী আতিক সাহেবকে নির্বাচন কমিশন নোটিশ দিয়েছে, বিএনপি’র প্রার্থীকে দেয়নি।’

মন্ত্রী বলেন, ‘লক্ষ্য করবেন, আমাদের দেশে নির্বাচন কমিশনের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কোনো মন্ত্রী এমনকি এমপিরাও নির্বাচনী প্রচার-প্রচারণায় অংশগ্রহণ করতে পারেন না। সংসদীয় গণতন্ত্রের অন্যান্য দেশে বিষয়টি এমন নয়। ভারত, ব্রিটেনসহ অন্যান্য অনেক দেশেই মন্ত্রী, এমপিরা তাদের পদের রাষ্ট্রীয় সুবিধা ও প্রটোকল না নিয়ে নির্বাচনী প্রচারণায় অংশ নিতে পারে। সুতরাং নির্বাচন কমিশনের সিদ্ধান্তগুলোতে বরং বিএনপি’রই সুবিধা হচ্ছে।’

তথ্যমন্ত্রী এ সময় সাংবাদিকদেরকে অত্যন্ত মেধাবী বলে উল্লেখ করে বলেন, একজন সাংবাদিক সমাজের জন্য অনেক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে পারেন। বঙ্গবন্ধুকন্যা শেখ হাসিনার সরকার সবচেয়ে সাংবাদিকবান্ধব। সাংবাদিক কল্যাণ ট্রাস্ট যেমন গঠন করেছি, তেমনি আমরা গণমাধ্যমকর্মীদের কল্যাণে গণমাধ্যমকর্মী আইন ও সম্প্রচার আইন প্রণয়নে কাজ করছি, যা তথ্য মন্ত্রণালয় থেকে আইন মন্ত্রণালয়ের অনুমোদনের জন্য ইতোমধ্যেই পাঠানো হয়েছে।

ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটি (ডিআরইউ) এর সভাপতি রফিকুল ইসলাম আজাদ, সহ-সভাপতি নজরুল কবীর ও সাধারণ সম্পাদক রিয়াজ চৌধুরী’র নেতৃত্বে কার্যনির্বাহী সদস্যবৃন্দ এ সময় তথ্যমন্ত্রীকে ফুলেল শুভেচ্ছা জানান।

ডিআরইউ’র যুগ্ম-সম্পাদক হেলিমুল আলম বিপ্লব, অর্থ সম্পাদক জিয়াউল হক সবুজ, সাংগঠনিক সম্পাদক হাবীবুর রহমান, দপ্তর সম্পাদক মোঃ জাফর ইকবাল, নারী বিষয়ক সম্পাদক রীতা নাহার, প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক মাইদুর রহমান রুবেল, তথ্য প্রযুক্তি ও প্রশিক্ষণ সম্পাদক সাখাওয়াত হোসেন সুমন, ক্রীড়া সম্পাদক মোঃ মজিবুর রহমান, সাংস্কৃতিক সম্পাদক মিজান চৌধুরী, আপ্যায়ন সম্পাদক এইচ এম আকতার, কল্যাণ সম্পাদক খালিদ সাইফুল্লাহ, কার্যনির্বাহী সদস্য মঈনুল আহসান, এস এম মিজান, আহমেদ মুশফিক নাজনীন, কামরুজ্জামান বাবলু, মোঃ ইমরান হাসান মজুমদার, মুরাদ হোসেন এবং সায়ীদ আবদুল মালিক সভায় অংশ নেন।

#

আকরাম/মাহমুদ/মোশারফ/সেলিম/২০২০/১৭৫৫ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১০৩

সাভারে অবৈধ ইটভাটায় ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা

**৩টি ইটভাটা ধ্বংস ও ৬০ লাখ টাকা জরিমানা**

ঢাকা, ২৫ পৌষ (৯ জানুয়ারি) :

ঢাকা শহরের চারপাশের অবৈধ ইটভাটার বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের অংশ হিসেবে আজ পরিবেশ অধিদপ্তর সাভার উপজেলার ভাকুট্টা ও শ্যামলপুরে ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করে। বুড়িগঙ্গা নদী দখল করে নির্মিত অবৈধ ৩টি ইটভাটা তাহমিনা ব্রিকস, এমবিএন ব্রিকস ও তাহা ব্রিকসকে ধ্বংস করার পাশাপাশি প্রতিটির মালিককে ২০ লাখ টাকা করে মোট ৬০ লাখ টাকা অর্থদণ্ড প্রদান করা হয়।

পরিবেশ অধিদপ্তরের এনফোর্সমেন্ট উইং এর নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট মাকসুদ ইসলামের নেতৃত্বে পরিচালিত এ ভ্রাম্যমাণ আদালতে এ সময় অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন পরিবেশ অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক মাহাবুবুর রহমান খান ও শরিফুল ইসলাম এবং পরিদর্শক মাহামুদা খাতুন। ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনাকারী নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট জানান, অবৈধ ইটভাটার বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ অব্যাহত থাকবে।

#

দীপংকর/মাহমুদ/মোশারফ/সেলিম/২০২০/১৮০০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১০২

**মানসিক স্বাস্থ্য ও অটিজম বিষয়ে মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত**

ঢাকা, ২৫ পৌষ (৯ জানুয়ারি) :

আজ স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের সম্মেলন কক্ষে ‘জাতীয় মানসিক স্বাস্থ্য কৌশলগত পরিকল্পনা ২০২০-২০৩০’ বিষয়ক আন্তঃমন্ত্রণালয় মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়।

স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের মহাপরিচালক অধ্যাপক ডা. আবুল কালাম আজাদ-এর সভাপতিত্বে কর্মশালায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী জাহিদ মালেক। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিশ^ স্বাস্থ্য সংস্থার মানসিক স্বাস্থ্য ও অটিজম বিষয়ক উপদেষ্টা এবং জাতীয় মানসিক স্বাস্থ্য কৌশল প্লান এর প্রধান উপদেষ্টা সায়মা ওয়াজেদ হোসেন, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের সচিব মোঃ আসাদুল ইসলাম, পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক কাজী আ খ ম মহিউল ইসলাম, বিশ^ স্বাস্থ্য সংস্থার বাংলাদেশ প্রতিনিধি ড. বার্ধন ঝাং রানা (Dr. Bardan Jung Rana) সহ বিভিন্ন বিভাগ, মন্ত্রণালয় থেকে আগত প্রতিনিধিবৃন্দ।

সভায় স্বাস্থ্যমন্ত্রী তাঁর বক্তব্যে বলেন, ‘মানসিক স্বাস্থ্য নিয়ে বর্তমান শিশুরাই আক্রান্ত হচ্ছে। এর জন্য অতিরিক্ত সোস্যাল মিডিয়া ব্যবহারও অনেকটা দায়ী। অথচ শিশুরা মাত্রারিক্ত ইউটিউব ও ফেসবুক ব্যবহারে আসক্ত হচ্ছে। শারীরিক পরিশ্রম না করে এভাবে সোস্যাল মিডিয়া ব্যবহারের ফলে শিশুদের মানসিক স্বাস্থ্যব্যাধি বেশি হচ্ছে।

সভায় মূল প্রবন্ধ পাঠ করেন বিশ^ স্বাস্থ্য সংস্থার উপদেষ্টা সায়মা ওয়াজেদ হোসেন। তিনি এ সময় দেশে-বিদেশে মানসিক স্বাস্থ্য বিষয়ে নানা তথ্য উপাত্ত তুলে ধরেন। তিনি অটিজম আক্রান্ত ও মানসিক স্বাস্থ্য হ্রাস পাওয়া শিশুদের সামাজিকভাবে মূল্যায়ন করার ব্যাপারে গুরুত্ব দেন। স্কুল-কলেজে পড়াশোনা করতে তাদেরকে যে পারিপাশির্^ক পরিস্থিতি মোকাবেলা করতে হয় এ থেকে উত্তরণের ব্যাপারেও তিনি তাঁর মতামত ব্যক্ত করেন। বর্তমানে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে মানুষকে সচেতন করার জন্য তিনি সংশ্লিষ্টদের অনুরোধ জানান। শিশুরা সামাজিক মাধ্যমে যাতে বেশি আসক্ত না হতে পারে সে ব্যাপারে পরিবারের সদস্যদের লক্ষ্য রাখতে তিনি অনুরোধ জানান।

সভায় আলোচকরা মানসিক ও স্বাস্থ্য অটিজম নিয়ে তাদের মতামত ব্যক্ত করেন।

#

মাইদুল/মাহমুদ/মোশারফ/সেলিম/২০২০/১৮৫০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১০১

**গণপরিবহনে নারীর নিরাপদ যাতায়াত নিশ্চিত করতে ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করা হবে**

**-- মহিলা ও শিশু বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী**

ঢাকা, ২৫ পৌষ (৯ জানুয়ারি) :

মহিলা ও শিশু বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী ফজিলাতুন নেসা ইন্দিরা বলেছেন, গণপরিবহনে নারীর নিরাপদ যাতায়াত নিশ্চিত করতে প্রয়োজনে প্রতিটি রুটে ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করা হবে। গণপরিবহনে এসব ভ্রাম্যমাণ আদালতের ফোন নাম্বার ও যোগাযোগের ঠিকানা থাকবে। এছাড়া পর্যায়ক্রমে সকল গণপরিবহনে সিসি ক্যামেরা স্থাপন করা হবে।

প্রতিমন্ত্রী আজ ঢাকায়  সিরডাপ মিলনায়তনে গণপরিবহনে নারীর নিরাপদ যাতায়াত ব্যবস্হার উন্নয়ন শীর্ষক কর্মসূচির উদ্বোধন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় এসব কথা বলেন।

  প্রতিমন্ত্রী বলেন, সরকার নারীর ক্ষমতায়ন, উন্নয়ন ও কর্মসংস্থানের জন্য বিভিন্ন পদক্ষেপ নিয়েছে। নারী উন্নয়নে বাংলাদেশ বিশ্বে রোল মডেল। সাম্প্রতিক সময়ে বাংলাদেশে নারীর ব্যাপক কর্মসংস্থানের সৃষ্টি হয়েছে। কিন্তু কর্মস্থলে যাতায়াতের পথে নারীরা বিভিন্নভাবে নির্যাতিত হচ্ছে এবং তারা মানসিকভাবে ভেঙে পড়ছে। এটা এখনই বন্ধ করতে হবে। তিনি এ সময় এ বিষয়ে দেশের প্রচলিত আইনের কার্যকর প্রয়োগের পাশাপাশি  সন্তানদের পরিবার থেকে নীতি- নৈতিকতা ও মানবিক মূল্যবোধসম্পন্ন করে গড়ে তুলতে শিক্ষক শিক্ষিকা-সহ পিতা-মাতা ও অভিভাবকদের প্রতি আহ্বান জানান।

মহিলা ও শিশুবিষয়ক মন্ত্রণালয় ও দিপ্ত ফাউন্ডেশনের যৌথভাবে আয়োজিত এ অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব কাজী রওশন আক্তার। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সংসদ সদস্য অ্যারোমা দত্ত ও স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব মুঃ মহসিন চৌধুরী। স্বাগত বক্তব্য দেন কর্মসূচি পরিচালক মো. ইয়ামিন খান।

সরকারের অর্থায়নে কর্মসূচিটি বাস্তবায়ন করবে বেসরকারি সংস্থা দিপ্ত ফাউন্ডেশন। দিপ্ত ফাউন্ডেশনের নির্বাহী পরিচালক জাকিয়া হাসান তার উপস্থাপনায় বলেন, এ বছর ৫০ টি  ও পরবর্তীতে ১৫০ টি গণপরিবহনে স্থাপিত সিসি ক্যামেরা কেন্দ্রীয়ভাবে সার্ভারের সাথে সংযুক্ত থাকবে এবং একই সাথে আ্যপ্সের সাথেও যুক্ত থাকবে। কর্মসূচিটি চারটি এলাকায় বাস্তবায়িত হবে।

#

আলমগীর/মাহমুদ/রফিকুল/সেলিম/২০২০/১৭৫২ ঘণ্টা

Z\_¨weeiYx b¤^i : 100

#### wek¦ BR‡Zgv Dcj‡¶ we‡kl ‡Uªb

XvKv, 25 ‡cŠl (9 Rvbyqvwi) :

#### U½x‡Z AbywôZe¨ Avmbœ wek¦ BR‡Zgvq AskMªnYKvix gymwjø‡`i myweav‡\_© evsjv‡`k ‡ijI‡q AvMvgx 10-12 Ges 17-19 Rvbyqvwi wewfbœ MšÍ‡e¨ ‡ek wKQy we‡kl ‡Uªb Pvjv‡bvi e¨e¯’v MªnY K‡i‡Q|

#### wek¦ BR‡Zgv Dcj‡¶ wb‡¤œv³ wkwWDj Abyhvqx evsjv‡`k †ijI‡q  we‡kl ‡Uªb cwiPvjbv Ki‡e :

#### 11 I 18 Rvbyqvwi: Rvgvjcyi-U½x †¯úkvj †Uªb Rvgvjcyi ‡\_‡K Qvo‡e mKvj 9Uv 15wgwbU Ges U½x †÷k‡b †cŠuQv‡e `ycyi 2Uv 15 wgwb‡U| 10 I 17 Rvbyqvwi Ry¤§v †¯úkvj †Uªb: XvKv- U½x †¯úkvj †Uªb XvKv Qvo‡e mKvj 10Uv 20 wgwb‡U U½x ‡cŠuQv‡e 11Uv 20 wgwb‡U| U½x-XvKv †¯úkvj †Uªb U½x Qvo‡e `ycyi 2Uv 50 wgwb‡U, XvKv ‡cuŠQv‡e `ycyi 3Uv 50 wgwb‡U|

#### 

**Av‡Lwi †gvbvRv‡Zi w`b 12 I 19 Rvbyqvwi:** XvKv-U½x †¯úkvj †Uªb-1 XvKv Qvo‡e ‡fvi 5-25 wgt U½x ‡cuŠQv‡e ‡fvi 6-15 wgt| XvKv-U½x †¯úkvj †Uªb-2 XvKv Qvo‡e mKvj 7-15 wgt U½x ‡cŠuQv‡e mKvj 8-10 wgt| XvKv-U½x †¯úkvj †Uªb-3 XvKv Qvo‡e mKvj 7-30 wgt U½x ‡cŠuQv‡e mKvj 8-30 wgt| XvKv-U½x †¯úkvj †Uªb-4 XvKv Qvo‡e mKvj 9-45 wgt U½x ‡cuŠQv‡e mKvj 10-45 wgt| XvKv- U½x †¯úkvj †Uªb-5 XvKv Qvo‡e mKvj 10-25 wgt U½x ‡cŠuQv‡e mKvj 11-30 wgt| U½x-XvKv †¯úkvj-1 U½x Qvo‡e `ycyi 12-40 wgt XvKv ‡cuŠQv‡e `ycyi 1-35 wgt| U½x-XvKv †¯úkvj-2 U½x Qvo‡e `ycyi 12-40 wgt XvKv ‡cŠuQv‡e `ycyi 1-35 wgt| U½x-XvKv †¯úkvj-3 U½x Qvo‡e `ycyi 2-15 wgt XvKv ‡cŠuQv‡e `ycyi 3-10 wgt| U½x-XvKv †¯úkvj-4 U½x Qvo‡e weKvj 4-20 wgt XvKv ‡cŠuQv‡e weKvj 5-20 wgt| U½x-gqgbwmsn-1 U½x Qvo‡e `ycyi 12-20 wgt gqgbwmsn †cŠuQv‡e `ycyi 3-55 wgt| U½x-gqgbwmsn-2 U½x Qvo‡e `ycyi 12-40 wgt gqgbwmsn †cŠuQv‡e `ycyi 4-55 wgt| U½x-Uv½vBj †¯úkvj U½x Qvo‡e `ycyi 12-50 wgt Uv½vBj ‡cŠuQv‡e `ycyi 2-20 wgt|

wek¦ **BR‡Zgvq AvMZ gymywjø**‡`i myweav‡\_© 8 Rvbyqvwi `ycy‡ii ci ‡\_‡K 12 Rvbyqvwi **Av‡Lwi** ‡gvbvRv‡Zi c~e© w`b ch©šÍ Ges 16 Rvbyqvwi `ycy‡ii ci ‡\_‡K 19 Rvbyqvwi **Av‡Lwi** ‡gvbvRv‡Zi c~e© w`b ch©šÍ XvKv AwfgyLx mKj ‡Uª‡bi U½x ‡÷k‡b 2 wgwbU weiwZ \_vK‡e| AvMvgx 13 I 19 Av‡Lwi †gvbv**Rv‡Zi w`b (‡mvbvi evsjv †Uªb e¨**Z**x**Z) mKj A**všÍtbMi †Uªb I †gBj G·‡cÖm †Uªb**mg~n U½x ‡÷k‡b 2 wgwbU weiwZ \_vK‡e| AvMvgx 12 I 19 Rvbyqvwi myeY© GKvª‡cÖm I ebjZv G·‡cÖm †Uªb eÜ \_vK‡e| Z‡e 1**3 I 20 Rvbyqvwi †mvgevi myeY© G·**‡cÖm ‡Uªb Ges 12 I 19 Rvbyqvwi wméwmwU G·‡cÖm †Uªb mvßvwnK e‡›ai w`bI Pjv**Pj Ki‡e| 12 I 19 Rvbyqvwi Av‡Lwi** ‡gvbvRv‡Zi w`b XvKv-Kvwjqv‰Ki I XvKv-bvivqbM‡**Äi g‡a¨ †Wgy (KwgDUvi)  ‡Uªbmg~‡ni** PjvPj e›a \_vK‡e|

#### Av‡Lwi ‡gvbvRv‡Zi c‡ii w`b A\_©vr 13 I 20 Rvbyqvwi ewnM©vgx wUwKUavix gym~wjøM‡Yi †diZ hvIqv I U½x ‡÷kb ‡\_‡K ‡Uª‡b Av‡ivn‡Yi myweav‡\_© my›`ieb, cviveZ, ayg‡KZz, GMviwm›`yi cÖfvZx, wZ¯Ív, bxjmvMi, †gvnbMÄ, AwMœexYv, GKZv, wK‡kviMÄ, RqwšÍKv, wméwmwU, DcKzj, Kvjbx, eªþcyÎ, wPÎv, `ªæZhvb, gnvbMi cÖfvZx, iscyi, hgybv, wmivRMÄ, nvIi, Dceb, jvjgwb, †ebv‡cvj, KzwoMÖvg I gnvbMi †Mvayjx G·‡cÖm †Uªb U½x ‡÷k‡b 2 wgwbU K‡i \_vg‡e|

#

kwidzj/gvngy`/‡gvkvid/†mwjg/2020/1748 NÈv

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৯৯

**মুক্তির জন্য সামগ্রিক যুদ্ধ আজও শেষ হয়নি**

**-- গণপূর্ত মন্ত্রী**

ঢাকা, ২৫ পৌষ (৯ জানুয়ারি) :

গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রী শ ম রেজাউল করিম বলেছেন, Ôমুক্তিযুদ্ধের দীর্ঘ সময় পরেও মুক্তির জন্য সামগ্রিক যুদ্ধ আজও শেষ হয়নি। মুক্তিযুদ্ধে পরাজিতরা এখনো নিঃশেষ  হয়নি। তাদের ধারাবাহিকতায় নতুন শত্রু মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে। এ কারণে বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের বাংলাদেশকে গড়তে তাঁকে মনে ধারণ করে আমাদের সঞ্জীবনী শক্তিকে উজ্জীবিত করতে হবে। মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে শুধু বক্তৃতা-বিবৃতিতে নয়, সবচেয়ে বড় প্রয়োজন মনে-প্রাণে ধারণ করা। দুর্নীতি, দুবৃত্তায়ন, সাম্প্রদায়িকতা, সন্ত্রাস, মাদক ও অনৈতিকতার বিরুদ্ধে সম্মিলিত প্রচেষ্টার যে যুদ্ধ, তা আজও  শেষ হয়নি।’

আজ রাজধানীর জাতীয় প্রেসক্লাবের জহুর হোসেন চৌধুরী হলে সম্প্রীতির বাংলাদেশ আয়োজিত ‘বঙ্গবন্ধুর স্বদেশ প্রত্যাবর্তন ও প্রাসঙ্গিক ভাবনা’ শীর্ষক অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে মন্ত্রী এসব কথা বলেন।

সম্প্রীতির বাংলাদেশের আহ্বায়ক পীযূষ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে এবং সদস্য সচিব ডা. মামুন আল মাহতাব স্বপ্নীলের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য প্রদান করেন বিচারপতি এ এইচ এম শামসুদ্দিন চৌধুরী, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সাবেক সচিব নাসির উদ্দিন আহমেদ, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য ডা. কামরুল হাসান খান, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-উপাচার্য ড. মোঃ সামাদ প্রমুখ।

মন্ত্রী বলেন, Ôবঙ্গবন্ধু সম্প্রীতির বাংলাদেশ চেয়েছিলেন। স্বদেশ প্রত্যাবর্তনে তিনি সর্বপ্রথম বলেছিলেন বাঙালির ভালোবাসার ঋণ আমি বুকের রক্ত দিয়ে শোধ করে যাবো। ১৯৭৫ সালে তিনি-সহ তাঁর গোটা পরিবার রক্ত দিয়ে বাঙালির ভালোবাসার ঋণ শোধ করেছে। বঙ্গবন্ধুকে হত্যার পর অবৈধভাবে রাষ্ট্র ক্ষমতা দখলকারী শাসকরা সংবিধানের ৩৮ অনুচ্ছেদ সংশোধন করে ধর্মভিত্তিক রাজনীতি করার সুযোগ করে দিয়েছেন।’

সাংবিধানিকভাবে দেশকে কোন বিশেষ ধর্মের রাষ্ট্র করার অধিকার কাউকে দেয়া হয়নি উল্লেখ করে তিনি বলেন, Ôএ দেশ হিন্দু, মুসলিম, বৌদ্ধ, খ্রিস্টানের দেশ। শেখ হাসিনা ক্ষমতায় এসে যুক্ত করেছেন কোন বিশেষ ধর্মের ব্যক্তি আলাদা সুযোগ-সুবিধা পাবেন না। সকলের জন্য রাষ্ট্রীয় সুবিধা এক থাকবে। ’৭২ এর সংবিধানের ধারনা তিনি পুনরায় প্রতিস্থাপন করেছেন।’

২০০১ সালে বিএনপি-জামাত ক্ষমতায় আসার পর দেশে ভয়ঙ্কর অবস্থা সৃষ্টি হয়েছিলো উল্লেখ করে মন্ত্রী বলেন, Ôসে সময়ের বাংলাদেশের কথা ভুলে গেলে চলবে না। সম্প্রীতির বাংলাদেশ চাইতে গেলে সাম্প্রদায়িকতা যারা সৃষ্টি করে তাদেরকে নিয়ে স্পষ্ট কথা বলতে হবে। শেখ হাসিনা শুধু রাষ্ট্রনায়ক হিসেবে নয়, বঙ্গবন্ধুর প্রতিচ্ছবি হিসেবে দুঃসাহস দেখিয়ে দেশকে সাম্প্রদায়িক রাষ্ট্র করার সকল প্রচেষ্টা প্রতিহত করেছেন এবং আইনানুগ প্রক্রিয়ায় সেটাকে দমন করেছেন। সম্প্রীতির বাংলাদেশে যে ফাটল ধরেছিলো, যে ব্যবধান সৃষ্টি করা হয়েছিলো, সেই  বিষবাষ্প এখনো শেষ হয়নি। এই বিষবাষ্প দূর করতে সবাই মিলে সৌহার্দ্য ও ভ্রাতৃত্বের নিবিড় বন্ধনের বাঙালিত্বকে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে।’

#

ইফতেখার/মাহমুদ/রফিকুল/সেলিম/২০২০/১৮২০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর: ৯৮

**পুরাতন ঢাকার রাসায়নিক দ্রব্য স্থানান্তরের উদ্যোগ**

**শ্যামপুরে অস্থায়ী গুদাম নির্মাণ শুরু**

ঢাকা, ২৫ পৌষ (৯ জানুয়ারি):

পুরাতন ঢাকার কেমিক্যাল পণ্য নিরাপদে সংরক্ষণের লক্ষ্যে ‘অস্থায়ী ভিত্তিতে রাসায়নিক দ্রব্য সংরক্ষণের জন্য গুদাম নির্মাণ’ শীর্ষক প্রকল্পের কাজ শুরু হয়েছে। আজ রাজধানীর শ্যামপুরে অবস্থিত উজালা ম্যাচ ফ্যাক্টরি প্রাঙ্গণে এ নির্মাণকাজের ভিত্তিফলক উন্মোচন করেন শিল্পমন্ত্রী নূরুল মজিদ মাহমুদ হুমায়ূন। শিল্প মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন বাংলাদেশ কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজ কর্পোরেশন (বিসিআইসি) এ প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে।

অনুষ্ঠানে শিল্পমন্ত্রী বলেন, রাজধানীর জননিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সরকার সাময়িকভাবে রাসায়নিক দ্রব্য সংরক্ষণের জন্য এ প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। এর স্থায়ী সমাধানের জন্য মুন্সিগঞ্জে বিসিক কেমিক্যাল শিল্পনগরী গড়ে তোলা হচ্ছে। এ শিল্পনগরী স্থাপনের পরপরই সেখানে রাসায়নিক দ্রব্যের ব্যবসায়িদের স্থায়ীভাবে সরিয়ে নেয়া হবে। অস্থায়ী ভিত্তিতে নির্মিত রাসায়নিক গুদাম প্রকল্প ৬ মাসের মধ্যে শেষ হবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন।

এ সময় সংসদ সদস্য সৈয়দ আবু হোসেন বাবলা, বিসিআইসি’র চেয়ারম্যান মোঃ হাইয়ুল কাইয়ুম, ডকইয়ার্ড এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কস্ লিমিটেডের মহাব্যবস্থাপক ক্যাপ্টেন আল আমিন চৌধুরীসহ শিল্প মন্ত্রণালয় এবং বিসিআইসি’র ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

উল্লেখ্য, সম্পূর্ণ সরকারি অর্থায়নে উজালা ম্যাচ ফ্যাক্টরির ৬ দশমিক ১৭ একর জমিতে এ প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয় ৭৯ কোটি ৪২ লাখ টাকা। চলতি বছরের জুন মাসের মধ্যে প্রকল্পের কাজ শেষ হবে।

প্রকল্পের আওতায় ৫৪টি অস্থায়ী গুদাম, ভূমি উন্নয়ন, গুদাম সংশ্লিষ্টদের জন্য তিনতলা বিশিষ্ট ২টি অফিস ভবন, বিসিআইসির জন্য একটি অফিস ভবন, একটি মসজিদ এবং ১ লাখ গ্যালন ধারন ক্ষমতাসম্পন্ন একটি ওভারহেড ও একটি আন্ডার গ্রাউন্ড পানির ট্যাংক নির্মাণ, বৈদ্যুতিক সাবস্টেশন, ট্রান্সফরমার, জেনারেটর, ফায়ার হাইড্র্যান্টসহ স্বয়ংক্রিয় অগ্নিনির্বাপক ব্যবস্থা স্থাপন, সংযোগ রাস্তা, আরসিসি ড্রেন ও সীমানা প্রাচীর নির্মাণসহ আনুষঙ্গিক কাজ করা হবে। ইতোমধ্যে ২৩টি গুদাম তৈরির জন্য লেআউট প্ল্যান সম্পন্ন হয়েছে।

#

জলিল/পরীক্ষিৎ/জুলফিকার/রেজ্জাকুল/শামীম/২০২০/১৬৩২ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৯৭

**ফেরি ও লঞ্চঘাট পরিচালনা নিয়ে বিরোধ**

**মানুষের ভোগান্তির দিকে খেয়াল রাখতে হবে**

**-নৌপরিবহন প্রতিমন্ত্রী**

ঢাকা : ২৫ পৌষ (৯ জানুয়ারি ) :

নৌপরিবহন প্রতিমন্ত্রী খালিদ মাহমুদ চৌধুরী বলেছেন, মানুষের সেবার জন্য সরকার এবং সরকারি প্রতিষ্ঠান ও সংস্থাগুলো কাজ করে থাকে। সরকারি প্রতিষ্ঠনগুলোর বিরোধের কারণে মানুষের যেন ভোগান্তি না হয়, সে বিষয়গুলো লক্ষ্য রেখে কাজ করতে হবে। সমস্যা সমাধানে আন্তরিকতার সাথে কাজ করতে হবে। বাস্তবতার নিরিখে সকলের সহযোগিতার মাধ্যমে সৃষ্টবিরোধ নিস্পত্তি সম্ভব।

প্রতিমন্ত্রী আজ মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে বিআইডব্লিউটিএ এবং স্থানীয় সরকার বিভাগের আওতাধীন প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে দেশের বিভিন্ন স্থানে ফেরি ও লঞ্চঘাট/পয়েন্ট নিয়ে সৃষ্টবিরোধ নিষ্পত্তি সংক্রান্ত বৈঠকে সভাপতিত্বকালে এসব কথা বলেন।

সভায় জানানো হয়, বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহন কতৃপক্ষ (বিআইডব্লিউটিএ) এবং স্থানীয় সরকার বিভাগের আওতাধীন প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে দেশের বিভিন্ন স্থানে ২৪টি ফেরি, লঞ্চ, খেয়া ও গুদারাঘাট/পয়েন্ট পরিচালনা নিয়ে বিরোধ রয়েছে। রেভিনিউ শেয়ারিং ও সমন্বয়ের মাধ্যমে সমস্যার সমাধান সম্ভব। এলক্ষ্যে শীঘ্রই আন্তঃমন্ত্রণালয় বৈঠকে সিদ্ধান্ত নেয়া হবে।

নৌসচিব মোঃ আবদুস সামাদ, চট্টগ্রাম বিভাগীয় কমিশনার মোঃ আব্দুল মান্নান, বিআইডব্লিউটিএর চেয়ারম্যান কমডোর এম মাহবুব উল ইসলামসহ মন্ত্রণালয় ও বিআইডব্লিউটিএ এর ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন।

#

জাহাঙ্গীর/পরীক্ষিৎ/জুলফিকার/রেজ্জাকুল/শামীম/২০২০/১৪০২ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৯৬

**মহাসড়কে যানচলাচল সম্পর্কিত হাইকোর্টের নির্দেশনা**

ঢাকা, ২৫ পৌষ (৯ জানুয়ারি) :

রাস্তা নির্মাণ ও মেরামতের কাজে ব্যবহৃত সামগ্রী ব্যতিত অন্য কোন সামগ্রী রাস্তার উপর বা পার্শ্বে না রাখার নির্দেশনাসহ মহাসড়কে যানচলাচল ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে হাইকোর্ট সম্প্রতি ২৫ দফা নির্দেশনা প্রদান করেছে । কর্তৃপক্ষের অনুমতি ছাড়া মহাসড়কে বা তার স্লোপে বা কোন অংশে অস্থায়ী বা স্থায়ীভাবে নির্মিত হাটবাজার বা দোকান উচ্ছেদ করার নির্দেশনার পাশাপাশি সড়ক বা মহাসড়কে বাঁক পরিহার করে যথাসম্ভব সোজাভাবে নির্মাণ বা সংস্কার করারও নির্দেশ দিয়েছে হাইকোর্ট । সড়কে বাঁক থাকলে সামনে এ সংক্রান্ত সংকেত লিখিতভাবে থাকার নির্দেশনাও দেওয়া হয়েছে।

নির্দেশনায় আরো রয়েছে, যানবাহন চলাচল ছাড়া মহাসড়কে জনসভা বা অন্য কোনভাবে ব্যবহারের জন্য অনুমতি দেয়া যাবে না। রাস্তার পার্শ্বে পরিকল্পনামাফিক বাস স্টপেজ স্থাপন করতে হবে। সড়ক-মহাসড়ক ত্রুটিপূর্ণ যানবাহন চলাচল বন্ধ করতে হবে। পর্যায়ক্রমে গবাদিপশু পরিবহণের কাজে ব্যবহৃত খোলা ট্রাক ও লরি ছাড়া সকল প্রকার খোলা ট্রাক ও লরি চলাচল বন্ধ করতে হবে। মহাসড়কে গতিরোধক কমিয়ে আনতে হবে এবং গতিরোধকেও নিয়মিতভাবে উপযুক্ত রং ব্যবহার করতে হবে। যানজট কমানোর জন্য মহাসড়কে স্থান নির্ধারন করে ফ্লাইওভার, ওভারব্রীজ, ওভারপাস ও লেবেল ক্রসিং তৈরি করতে হবে।

নির্দেশনা অনুযায়ী দুর্ঘটনার পর দ্রুত যানবাহন অপসারনের জন্য হাইওয়ে পুলিশকে আধুনিক যন্ত্রপাতির মাধ্যমে আরো কার্যক্রম চালাতে হবে। মহাসড়কে পথচারী পারাপারের জন্য উপযুক্ত ক্রসিং নির্ধারণ করে আন্ডারপাস ও ওভারপাস নির্মাণ হবে। যত্রতত্র রাস্তা পারাপার বন্ধে উঁচু লোহার রেলিং দিতে হবে। মহাসড়কে রোড ডিভাইডার দিতে হবে এবং দুর্ঘটনা-প্রবণ এলাকা চিহ্নিত করে গতিসীমা সীমিত রাখার জন্য রাস্তার পার্শ্বে সাইনবোর্ড লাগাতে হবে। মহাসড়কের উপর চাপ কমানোর জন্য রেলপথ ও নৌপথের সুবিধা বাড়াতে হবে। কর্তৃপক্ষের অনুমতি ছাড়া গাড়ির মূল কাঠামোর কোন পরিবর্তন করা যাবে না। মহাসড়কের গুরুত্বপূর্ণ স্থানে ওজন মাপার যন্ত্র স্থাপন করতে হবে। সড়ক-মহাসড়কে রাস্তার পার্শ্বে পর্যাপ্ত স্লোপ ও ড্রেন নির্মাণ করতে হবে। চালকের দক্ষতা ও সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য উপযুক্ত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে।

এছাড়া, ইলেকট্রনিক ও পয়েন্ট বেজড ড্রাইভিং লাইসেন্স চালু করতে এবং তার ডাটাবেজ তৈরি করার জন্য বলেছে হাইকোর্ট। নির্দেশনা অনুযায়ী প্রত্যেকটি দুর্ঘটনার বিস্তারিত তথ্য সংরক্ষণ করতে হবে। মটরযান মালিক ও শ্রমিক ইউনিয়নের কার্যক্রম মনিটরিং এর আওতায় আনতে হবে। স্কুলের পাঠ্যক্রমে ট্রাফিক রুল অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। জনগণকে সচেতন করতে প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়াতে ব্যাপক প্রচার চালাতে হবে। যানজট ও দুর্ঘটনা হ্রাসের গাইড লাইন প্রস্তুত কমিটির সুপারিশ জাতীয় সংসদের গোচরে আনা যাতে সড়ক দুর্ঘটনা রোধে প্রয়োজনীয় আইন প্রনয়ণ করা যায়। নির্দেশনায় মহাসড়ক (নিরাপত্তা, সংরক্ষণ ও চলাচল) নিয়ন্ত্রণ বিধিমালা, ২০২১ এর ৮(১) এর ধারা থেকে অধিদপ্তরের লিখিত অনুরোধ ব্যতিত শব্দটি বাদ দিতে বলা হয়েছে। এ নির্দেশনা পাওয়ামাত্রই বাস্তবায়নের কার্যক্রম গ্রহণ করতে সংশ্লিষ্টদের বলেছে হাইকোর্ট।

#

পরীক্ষিৎ/কুতুব/২০২০/১৫৫২ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর: ৯৫

**বিশ্ব ইজতেমা উপলক্ষে প্রধানমন্ত্রীর বাণী**

ঢাকা, ২৫ পৌষ (৯ জানুয়ারি) :

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ১০ জানুয়ারি বিশ্ব ইজতেমা উপলক্ষে নিম্নোক্ত বাণী প্রদান করেছেন:

“মুসলিম সম্প্রদায়ের দ্বিতীয় বৃহত্তম সমাবেশ বিশ্ব ইজতেমা উপলক্ষে আমি দেশবাসী এবং বিশ্বের সকল মুসলমানকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও মোবারকবাদ।

১৯৬৭ সাল থেকে প্রতিবছর রাজধানী ঢাকার উপকণ্ঠে টঙ্গীর তুরাগ নদীর তীরে মুসলমানদের অন্যতম বৃহৎ ধর্মীয় সমাবেশ ইসলামের মর্মবাণী প্রচার ও প্রসারের ক্ষেত্রে তাৎপর্যপূর্ণ অবদান রেখে চলেছে। ইজতেমা বিশ্বের নানা প্রান্তের মুসলমানদের মধ্যে পারস্পরিক ঐক্য, সম্প্রীতি, সৌহার্দ্যের এক অপূর্ব মিলনক্ষেত্র, যা ইসলামি সমাজ, শৃঙ্খলা, ভ্রাতৃত্ব ও মহানুভবতার এক অতুলনীয় দৃষ্টান্ত।

আবহমানকাল ধরে আমাদের লালিত অসাম্প্রদায়িক চেতনা, অকৃত্রিম সরলতা ও অতিথি পরায়ণতা এবং সহিষ্ণুতার আলোকবার্তা ইজতেমায় আগত বিদেশি মেহমানদের মাধ্যমে বিশ্ব দরবারে পৌঁছে যাবে -এ আমার প্রত্যাশা।

আমি আশা করি, এ মহান ধর্মীয় সমাবেশ বিশ্ব শান্তি প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে অনন্য ভূমিকা রাখবে। দেশ ও বিশ্বের সর্বস্তরের মানুষ ও মুসলিম উম্মাহর ঐক্য, সংহতি ও ভ্রাতৃত্বের বন্ধনকে আরো সুদৃঢ় করবে।

আমি বিশ্ব ইজতেমা উপলক্ষে মহান আল্লাহর দরবারে দেশবাসী ও মুসলিম উম্মাহর সুখ, শান্তি ও কল্যাণ এবং দেশের উত্তরোত্তর সমৃদ্ধি কামনা করছি।

আমি বিশ্ব ইজতেমা উপলক্ষে গৃহীত সকল কর্মসূচির সার্বিক সাফল্য কামনা করি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।”

#

ইমরুল/পরীক্ষিৎ/জুলফিকার/সুবর্ণা/রেজ্জাকুল/শামীম/২০২০/১৪৩৮ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৯৪

**বিশ্ব এজতেমা উপলক্ষে** **রাষ্ট্রপতির বাণী**

ঢাকা, ২৫ পৌষ (৯ জানুয়ারি) :

রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ ‘বিশ্ব এজতেমা ২০২০’ উপলক্ষে নিম্নোক্ত বাণী প্রদান করেছেন :

“বিশ্ব এজতেমা ২০২০’ উপলক্ষে ইজতেমায় আগত বাংলাদেশসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশের মুসল্লিদের আমি স্বাগত জানাই।

ইসলাম শান্তি ও মানবতার ধর্ম। ইসলামের সুমহান আদর্শ ও আকিদাকে অনুসরণের পাশাপাশি এর প্রচার ও প্রসারের লক্ষ্যে বিশ্ব এজতেমায় পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে মুসল্লিদের অংশগ্রহণ এক মহতী মিলনমেলা। এজতেমা ইসলামের সুমহান আদর্শ জানা, বুঝা ও আমলের পথ সুগম করে। মুসলিম বিশ্বের বিজ্ঞ আলেমদের বয়ান ও আলোচনা হতে ইসলামের বিধি-নিষেধ ও করণীয় সম্পর্কে দিক নির্দেশনা পাওয়া যায়, যা ইসলামের প্রকৃত মর্মার্থ অনুধাবন ও অনুসরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। বিশ্ব এজতেমা ইসলামি উম্মাহর ঐক্য, সংহতি ও ভ্রাতৃত্ববোধ সুদৃঢ়করণে তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে বলে আমার বিশ্বাস।

বাংলাদেশ প্রতিবছর সফলভাবে বিশ্ব এজতেমা আয়োজন করে বিশ্ব দরবারে দেশের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করছে। এজন্য আমি আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের দরবারে জানাই লাখো শুকরিয়া। ‘বিশ্ব এজতেমা ২০২০’ ধর্মপ্রাণ মুসলমানদের দুনিয়া ও আখেরাতের কল্যাণে সঠিক পথে চলার তৌফিক দান করুক-এ প্রার্থনা করি। মহান আল্লাহ আমাদের সহায় হোন।

খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।”

#

আজাদ/পরীক্ষিৎ/জুলফিকার/রেজ্জাকুল/আসমা/২০২০/১৩০০ ঘণ্টা

Handout Number : 93

**Prime Minister’s message on the occasion of countdown of celebration**

**of the birth centenary of Bangabandhu**

Dhaka, 9 January :

Prime Minister Sheikh Hasina has given the following message on the occasion of countdown of celebration of the birth centenary of Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman :

"I extend my greetings to the countrymen on the occasion of launching of the Countdown Programme of the celebration of birth centenary of the greatest Bangalee of all times, Father of the Nation Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman. The countdown starts on 10 January-the homecoming day of the Father of the Nation. Through the grand inauguration of the birth centenary of Bangabandhu, the celebrations will commence on 17 March 2020.

On this occasion, I pay my deep homage to the memory of the Father of the Nation. I also recall with profound respect the national four leaders, 3 million martyrs, 200 thousand oppressed women and the valiant freedom fighters, whose supreme sacrifice has brought us independence.

Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman is the name of a courageous and fearless person. The Bangalis had struggled for ages to liberate themselves from the subjugation and oppression but failed. At last, Bangabandhu emerged as an apostle of freedom under whose leadership the Bangalis achieved independence by breaking the shackle of oppression.

Bangabandhu was born for the wellbeing of the people and freedom of the Bangalies. He fought lifelong against the rulers for establishing the rights of the people and their freedom. He had to spend the best period of his life in the dark cell of the jail. He was even ready to sacrifice his life for the sake of the people. His lifelong aspiration was to acquire political independence along with economic emancipation of the people of the country. Despite achieving political freedom, the assassination of Bangabandhu along with his most of the family members by the defeated enemies of the Liberation War on 15 August 1975 stopped the path of achieving economic emancipation.

Overcoming the various obstacles, we have been working to build a 'Golden Bangladesh' as Bangabandhu dreamt of. We have been taking practical plans and implementing those to turn Bangladesh into a middle income country by 2021 and a developed one by 2041. To meet the aspiration of the people, we will certainly achieve our goals, InshaAllah.

We have declared 17 March 2020 to 17 March 2021 as 'Mujib Year' with a view to upholding the life and works of Bangabandhu to the people, especially to the next generation through this glorious celebration. In my consideration ' Bangabandhu' belongs to all. I hope that the celebration of the birth centenary will come to a success by projecting his life and works through different programmes and initiatives taken by all government, non-government offices, organizations, educational institutions as well as pro-liberation political parties and social-cultural organizations.

On the occasion of the celebration of the birth centenary of Bangabandhu, I hope, the countdown watch and the display devices that will depict the life and works of Bangabandhu, will create huge enthusiasm among the people.

I wish all out success of the programs taken on the occasion of countdown of celebration of the birth centenary of Bangabandhu.

Joi Bangla, Joi Bangabandhu

May Bangladesh Live Forever."

#

Shakhawat/Parikshit/Zulfiar/Rezzakul/Asma/2020/1330 hours

Handout Number : 92

**President's message on the occasion of countdown of celebration**

**of the birth centenary of Bangabandhu**

Dhaka, 9 January :

President Md. Abdul Hamid has given the following message on the occasion of countdown of celebration of the birth centenary of Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman :

"10 January is the Homecoming Day of founder of our independence, Father of the Nation Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman. On this day in 1972, Father of the Nation returned to independent and sovereign Bangladesh after 9 months and 14 days of imprisonment in Mianwali Jail in Pakistan. Though we achieved ultimate victory on 16 December in 1971 through armed struggle but the true essence of victory came into being upon returning home of the Father of the Nation. This year birth centenary of the Father of the Nation will be observed throughout the country with due respect. The countdown of the birth anniversary of the Father of the Nation from January 10, 2020 bears great significance in this context.

On the occasion of countdown of the celebration of birth centenary of founder of our independence, Father of the Nation Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman I extend my heartfelt thanks and best wishes to my fellow countrymen and all the Bangladeshis living abroad. At this auspicious moment I remember with profound respect and gratitude to the greatest Bengalee of all time, Father of the Nation Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman at whose call the people from all rank and file joined liberation war. We got independence through nine months-long bloody-war which was fought under the able leadership and direction of Bangabandhu. The celebration of his birth centenary is a glorious event in our national life. I urge the countrymen to come forward to commemorate the birth centenary and the golden jubilee celebrations of our great independence in 2021.

With a view to celebrate the birth centenary throughout the year in home and abroad, the Government has declared March 17, 2020 to March 17, 2021 as 'Mujib Year'. This is an extraordinary opportunity for the nation to pay deep respect and gratitude to Bangabandhu. I believe that through the celebration of Mujib Year, the young generation will be able to know the life and works of Bangabandhu and being inspired by his ideals they will be able to contribute to build Golden Bangla.

I wish all out success of all the programmes taken on the birth anniversary of Father of the Nation Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman.

Khoda Hafez, May Bangladesh Live Forever."

#

Azad/Parikshit/Zulfikar/Asma/2020/1330 hours

তথ্যবিবরণী নম্বর: ৯১

**বঙ্গবন্ধু শেখ ‍মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপনের ক্ষণগণনা উপলক্ষে প্রধানমন্ত্রীর বাণী**

ঢাকা, ২৫ পৌষ (৯ জানুয়ারি) :

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ১০ জানুয়ারি বঙ্গবন্ধু শেখ ‍মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপনের ক্ষণগণনা উপলক্ষে নিম্নোক্ত বাণী প্রদান করেছেন:

“সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদযাপনের ক্ষণগণনা কর্মসূচির উদ্বোধন উপলক্ষে সবাইকে আমি আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। ১০ জানুয়ারি জাতির পিতার স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের দিন হতে এই ক্ষণগণনা শুরু হবে। আর ১৭ মার্চ ২০২০ বর্ণাঢ্য উদ্বোধনের মধ্য দিয়ে শুরু হবে বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন অনুষ্ঠানমালা।

এ উপলক্ষে আমি জাতির পিতার স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানাচ্ছি। আমি শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করছি জাতীয় চার নেতা, মুক্তিযুদ্ধের ৩০ লাখ শহিদ, ২ লাখ নির্যাতিত মা-বোন এবং সকল বীর মুক্তিযোদ্ধাকে, যাঁদের অপরিসীম ত্যাগের বিনিময়ে আমরা অর্জন করেছি মহান স্বাধীনতা।

বাঙালির জাতীয় ইতিহাসে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এক সাহসী অগ্নিপুরুষের নাম। পরাধীনতার শৃঙ্খলে আবদ্ধ বাঙালি জাতি যুগে যুগে স্বাধীনতার জন্য লড়াই করেছে, কিন্তু সফল হতে পারেনি। অবশেষে বিংশ শতাব্দির গোড়ার দিকে মুক্তির দূত হিসেবে জন্মগ্রহণ করেন বঙ্গবন্ধু। তাঁর নেতৃত্বেই বাঙালি জাতি শেষ পর্যন্ত পরাধীনতার শৃঙ্খল ভেঙে স্বাধীনতা লাভ করে।

বঙ্গবন্ধুর জন্ম হয়েছিল মানুষের কল্যাণের জন্য- বাঙালির মুক্তির জন্য। মানুষের অধিকার আদায় ও মুক্তির লক্ষ্যে শাসকদের বিরুদ্ধে তিনি আজীবন লড়াই করেছেন। তাঁর জীবনের শ্রেষ্ঠ সময় কেটেছে কারাগারের অন্ধকার প্রকোষ্ঠে। এমনকি জনগণের জন্য জীবন উৎসর্গ করতেও তিনি প্রস্তুত ছিলেন। তাঁর আজীবনের আরাধ্য ছিল রাজনৈতিক স্বাধীনতার পাশাপাশি দেশের মানুষের অর্থনৈতিক মুক্তি নিশ্চিত করা। কিন্তু রাজনৈতিক স্বাধীনতা অর্জিত হলেও মুক্তিযুদ্ধের পরাজিত শক্তি ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট কালরাতে বঙ্গবন্ধুকে সপরিবারে হত্যা করে অর্থনৈতিক মুক্তির পথ রুদ্ধ করে দেয়।

অনেক বাধা-বিপত্তি অতিক্রম করে জনগণের রায়ে আমরা বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের ‘সোনার বাংলাদেশ’ বিনির্মাণে নিরলস কাজ করে যাচ্ছি। আমরা ২০২১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে একটি মধ্যম আয়ের দেশ এবং ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত-সমৃদ্ধ দেশে পরিণত করতে বাস্তবমুখী পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করে যাচ্ছি। জনগণের আকাঙ্ক্ষা পূরণে আমরা কাঙ্খিত লক্ষ্যে উপনীত হবোই, ইনশাআল্লাহ।

জাতির জন্য গৌরবময় এই উদ্‌যাপনে আপামর জনসাধারণ- বিশেষ করে আগামী প্রজন্মের কাছে বঙ্গবন্ধুর জীবন ও কর্ম সম্পর্কে তুলে ধরতে আমরা ১৭ মার্চ ২০২০ থেকে ১৭ মার্চ ২০২১ সময়কে ‘মুজিববর্ষ’ ঘোষণা করেছি। আমি মনে করি, ‘বঙ্গবন্ধু’ সকলের। কাজেই সকলের কাছে তাঁর জীবন ও কর্ম সম্পর্কে তুলে ধরতে সরকারি-বেসরকারি সকল দপ্তর, সংস্থা, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের সকল দল ও সামাজিক-সাংস্কৃতিক সংগঠন জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন সফল করে তুলবে -এ আমার প্রত্যাশা।

বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী উদযাপনের ক্ষণগণনা উপলক্ষে সারাদেশে স্থাপিত ক্ষণগণনার ঘড়ি এবং বঙ্গবন্ধুর জীবন ও কর্ম তুলে ধরতে স্থাপিত ডিসপ্লেগুলো জনসাধারণের মধ্যে বিপুল উৎসাহ ও উদ্দীপনা সৃষ্টি করবে বলে আমি আশা করি।

আমি বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপনের ক্ষণগণনা উপলক্ষে গৃহীত সকল কর্মসূচির সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।”

#

ইমরুল/পরীক্ষিৎ/জুলফিকার/শামীম/২০২০/১৪২৫ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর: ৯০

**বঙ্গবন্ধু শেখ ‍মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপনের ক্ষণগণনা উপলক্ষে রাষ্ট্রপতির বাণী**

ঢাকা, ২৫ পৌষ (৯ জানুয়ারি) :

রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ ১০ জানুয়ারি বঙ্গবন্ধু শেখ ‍মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপনের ক্ষণগণনা উপলক্ষে নিম্নোক্ত বাণী প্রদান করেছেন :

“১০ জানুয়ারি বাঙালি জাতির অবিসংবাদিত নেতা স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবস। দীর্ঘ ৯ মাস ১৪ দিন পাকিস্তানের মিয়ানওয়ালী কারাগারে বন্দিজীবন শেষে ১৯৭২ সালের এই দিনে জাতির পিতা স্বাধীন-সার্বভৌম বাংলাদেশ প্রত্যাবর্তন করেন। সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর চূড়ান্ত বিজয় অর্জিত হলেও প্রকৃতপক্ষে জাতির পিতার স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের মধ্য দিয়েই এ বিজয় পূর্ণতা লাভ করে। এ বছর জাতির পিতার জন্মশতবার্ষিকী যথাযোগ্য মর্যাদায় পালিত হবে। এ প্রেক্ষাপটে ১০ জানুয়ারি ২০২০ থেকে জাতির পিতার জন্মশতবার্ষিকীর ক্ষণগণনা অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ বলে আমি মনে করি।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর জন্মশতবার্ষিকীর ক্ষণগণনা কর্মসূচি উপলক্ষে আমি দেশবাসী ও প্রবাসে অবস্থানরত সকল বাংলাদেশীকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। এ শুভক্ষণে আমি গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করছি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে, যাঁর আহ্বানে সাড়া দিয়ে এ দেশের আপামর জনসাধারণ মহান মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। বঙ্গবন্ধুর বলিষ্ঠ নেতৃত্ব ও দিক-নির্দেশনায় দীর্ঘ নয়মাসব্যাপী রক্তক্ষয়ী মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে অর্জিত হয় আমাদের মহান স্বাধীনতা। তাই তাঁর জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন আমাদের জাতীয় জীবনে এক গৌরবময় অধ্যায়। জন্মশতবার্ষিকীর মাহেন্দ্রক্ষণকে স্মরণীয় রাখতে ও ২০২০ সালে আমাদের মহান স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী যথাযথভাবে উদ্‌যাপনে এগিয়ে আসতে আমি দেশবাসীর প্রতি আহ্বান জানাচ্ছি।

বছরজুড়ে দেশ-বিদেশে সাড়ম্বরে জাতির পিতার জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপনের লক্ষ্যে ১৭ মার্চ ২০২০ হতে ১৭ মার্চ ২০২১ তারিখ পর্যন্ত সময়কে ‘মুজিববর্ষ’ ঘোষণা করা হয়েছে। বঙ্গবন্ধুর প্রতি

আমি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপনের ক্ষণগণনা উপলক্ষে গৃহীত সকল কর্মসূচির সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক”।

#

হাসান/পরীক্ষিৎ/জুলফিকার/রেজ্জাকুল/শামীম/২০২০/১৪৩৯ ঘণ্টা

Handout Number : 89

**Prime Minister's message on the Homecoming Day of Bangabandhu**

Dhaka, 9 January :

Prime Minister Sheikh Hasina has given the following message on the occasion of the Homecoming Day of Father of the Nation Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman:

"The greatest Bangalee of all times, Father of the Nation Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman returned to independent Bangladesh on the 10th January of 1972 after being freed from captivity in Pakistan's prison. The 10th of January is a historic day of signifying the liberty-struggle of the Bangalee.

Bangladesh Awami League won by the totality of the clectoral support in the 1970 elections under the leadership of the Father of the Nation. He had the trust in his peoples' mandate to framing the constitution following the six-point & eleven-point demands. But the Pakistani military junta continued to ceasing the power from the elected representative of the people paying no heed to the public mandate and also continued to stage farces. Aiming at an ultimate target to free the nation, Bangabandhu in his address in front of millions of audience at the then historic Race Course Maidan on the 7th March in 1971 declared,"......turn every house into fortress......The struggle this time is a struggle for emancipation. The struggle this time is a struggle for independence". The Pakistani occupation forces launched a brutal killing mission on the innocent Bangalees in the dark of the 25th March in 1971. Bangabandhu proclaimed Independence of Bangladesh in the first hour of the 26th March.

Just after his declaration of independence, Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman was arrested and subsequently sent to solitary confinement in Pakistani Jail. He was subjected to inhuman torture in the jail where he had been counting moments for being executed after his death sentence was pronounced in a farcical trial. Even learning that death is imminent, he rejoiced the spirit of the Bangalee nation, He was the spirit of life for the freedom fighters. Under his undisputed leadership, the Bangalee nation achieved the ultimate victory. The defeated Pakistani rulers were compelled to free Bangabandhu. The Father of the Nation returned to independent Bangladesh on the 10th of January 1972. While speaking before a mammoth public gathering at the then Racecourse Maidan. on the day, he narrated the inhuman torture of the Pakistani military junta meted out on him and in that respect, he also appealed to the United Nations to bring the Pakistani army in custody for committing such a crime of genocide during the liberation war. The Bangalee Nation got back the Father of the Nation. The victory attained fulfillment.

The Father of the Nation, after assuming to the Prime Ministerial responsibility, spared no efforts to rebuild the war-ravaged Bangladesh. On his request, the last member of the Indian Allied Forces left Bangladesh by the 15th of March 1972. On the 10th of October 1972, World Peace Council awarded Julio Curie Peace Prize to Bangabandhu. Bangabandhu signed on the first-ever constitution of Bangladesh on the 14th of December 1972. Responding to his call, many international organizations, including the United Nations and friendly countries quickly recognized Bangladesh. Bangladesh became a member of the OIC in 1974. Within a short period, under the charismatic leadership of Bangabandhu, Bangladesh stood with high head in the world community and only in three and half years turned into a least developed country.

[Continued page-1]

While Bangabandhu had engaged himself in the struggle to build a 'Golden Bangladesh' as he dreamed, the anti-liberation forces in collusion with the war criminals assassinated the Father of the Nation along with most of his family members. Through this most abhorrent murdering of the 15th of August 1975, they initiated the politics of killing, coup, and conspiracy and obstructed the process to try the killers of Bangabandhu through promulgating Indemnity Ordinance. They rewarded those killers through recruiting them in the Embassies of Bangladesh as diplomats. They ruined the democracy by declaring Martial Law, distorted the glorious history of our independence, defaced the constitution and chocked press freedom. The BNP-Jamat government kept up on the path of their predecessors.

The Awami League, after a long 21 years of struggle and sacrifice, assumed the responsibility of running the government in 1996. Again the Awami League that led the War of Liberation formed a grand alliance, which had won a landslide victory in the 2008 election. This government ensured the franchise of the people by bringing the 15th amendment to the constitution which prohibited usurpation of the state power. Since then, Bangladesh Awami League has been in government for the last three consecutive terms and relentlessly been working for the development of the country and the people. Our government has accomplished immense developments in all sectors, including macro-economy, agriculture, education, health, transport, ICT, infrastructure, power, rural .economic development, diplomatic successes during the last eleven years. The people living in the periphery of the country are the beneficiaries of this development. Now, Bangladesh has become one of the top five countries in the world in economic growth, a 'Role Model' for development.

Presently, our GDP growth is 8.15 percent, which is the highest in history. The poverty rate has now declined to 20.5 percent. Our per capita income has risen to US$ 1, 909 and literacy rate 73.9 percent. The country's 95 percent of people are under electricity coverage. The average life expectancy of the people has jumped to 72 years and 8 months. We are implementing several mega infrastructures development projects such as Padma Bridge, metro-rail, elevated expressways, rail, and waterways across the country. We are the first in the world to start implementing 'Delta Plan-2100'.

Our government is working with adherence to the 'zero-tolerance policy' against militancy, terrorism and drug menace. We have established the rule of law in the country and executed the verdict of the trial of the killers of the Father of the Nation and the trial of the war criminals. We have peacefully resolved the land boundary issue with India. Disputes with India and Myanmar on maritime boundaries have also been resolved. Bangladesh's contribution to the various international forums for establishing global peace has been lauded. We have also joined the elite club of the satellite technology as the 57th nation of the world through launching Bangabandhu Satellite-1. All these have happened due to the visionary development thought of the Awami League government and its proper execution.

Bangladesh and UNESCO will jointly celebrate the birth centenary of Bangabandhu next year. We have been tirelessly working to make Bangladesh a middle-income country by 2021, and a developed-prosperous one by 2041.

On the eve of the golden jubilee of our independence, I would like to call upon all to perform their due responsibility from their respective positions to accelerate the development, uphold democracy and establish good governance frustrating all sorts of conspiracy against democracy and the government being imbued with the spirit of the liberation war.

I pray for eternal peace of the departed soul of the Father of the Nation Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman on the occasion of his Home-Return Day.

Joi Bangla, Joi Bangabandhu

May Bangladesh Live Forever."

#

Hasan/ Parikshit/Zulfikar/Shamim/2020/ hours

Handout Number : 88

**President's message on the Homecoming Day of Bangabandhu**

Dhaka, 9 January:

President Md. Abdul Hamid has given the following message on the occasion of the Homecoming Day of Father of the Nation Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman:

"Today is the historic 10 January, the Homecoming Day of Father of the Nation Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman. On this day in 1972, Father of the Nation returned independent and sovereign Bangladesh after 9 months and 14 days of imprisonment in Mianwali Jail in Pakistan. Though we achieved ultimate victory on 16 December in 1971 through armed struggle but the true essence of victory came into being upon returning home of Father of the Nation. On this memorable day, I pay my profound homage to Father of the Nation and pray for the salvation of the departed soul. This year, birth centenary of Father of the Nation Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman will be observed in a festive mood which will make the celebration of Homecoming Day of Bangabandhu more momentous. I urge upon the countrymen to come forward to commemorate the birth anniversary of the Father of the Nation and the Golden Jubilee celebrations of our great independence in 2021 in a befitting manner.

The contribution of Father of the Nation to the history of struggle for our independence is incomparable. This visionary leader led the nation in every movement including the All Party State Language Movement Council in 1948, Language Movement in 1952, Jukta-Front Election in 1954, movement against Martial Law being proclaimed by Gen. Ayub Khan in 1958, Movement against Education Commission in 1962, Six-Point Movement in 1966, Mass Upsurge in 1969 and the General Election in 1970 where Awami League won landslide victory. Though the Awami League had won absolute majority in the General Election of 1970, the Pakistani rulers were reluctant to hand over power and therefore, the freedom loving people of the country started Non-cooperartion movement under the leadership of Bangabandhu. On March 7, 1971 Bangabandhu delivered a historic speech at Race Course Maidan which was indirectly indicated the declaration of our independence. At the mammoth gathering he uttered in his thunderous voice, 'The struggle this time is a struggle for emancipation. The struggle this time is a struggle for independence.'

On March 25, 1971, the invading army of Pakistan, as part of their blueprint, committed genocide by launching 'Operation searchlight' with a view to destroying Bangalees. Against this backdrop, Father of the Nation Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman declared independence at the early hours on 26 March and called upon the Countryment to take part in the war of liberation and fight until the last soldier of the occupation army is expelled from the loil of Bangladesh. lmmediately after the declaration of independence, the pakistani Junta arrested Bangabandhu from his Dhanmondi residence of road no. 32 and confined him in Mianwali Jail in Pakistan. In absence of Bangabandhu, the liberation war was being conducted under his leadership. On December 16, 1971 the Bangalee nation achieved ultimate victory.

[Continued page-1]

-2-

Stepping into the soil of newborn independent Bangladesh on 10 January in 1972, Bangabandhu was overwhelmed by feelings of emotion. In front of hundreds of thousands people gathered at the Race Course Maidan, he said, 'The dream of my life has been fulfilled today. My Sonar Bangla is now free and a sovereign State has been emerged'. He was sentenced to death during his imprisonment in Pakistan. But Bangabondhu was firm and steadfast in his aims. Bangabandhu told, 'I will say, while going to the gallows, I am Bangali, Bangla is my country and Bangla is my language. Joy Bangla'. Such a profound love for country and people is a rare example in the world.

The anti-liberation forces wanted to wipe out the ideal and principle of Bangabandhu and tried to tarnish the image of sovereign Bangladesh through the assassination of Bangabandhu and his family members on 15 August 1975. But the Bangalee is a nation of intrepidity. As long as Bangladesh and the Bangalees exist, Bangabandhu will remain as the eternal source of our inspiration.

The present government under the dynamic leadership of Prime Minister Sheikh Hasina, the illustrious daughter of Bangabandhu, has been making untiring efforts for the progress and development of the country. In the meantime, Bangladesh is now being considered worldwide as a 'role model' for its development in various sectors including education, health, agriculture, information technology, empowerment of women etc. I am confident that with this pace of development, Bangladesh will become a developed country by 20-41, inshallah.

On the Homecoming day of Bangabandhu, let us take the pledge to continue the advancement of our country by implementing the unfinished tasks of the great leader imbued with the spirit of war of liberation.

Khoda Hafez, May Bangladesh Live Forever."

#

Hasan/ Parikshit/Zulfikar/Shamim/2020/1430 hours

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৮৭

**স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবস উপলক্ষে** **প্রধানমন্ত্রীর বাণী**

ঢাকা, ২৫ পৌষ (৯ জানুয়ারি) :

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবস উপলক্ষে নিম্নোক্ত বাণী প্রদান করেছেন :

“সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান পাকিস্তানের কারাগার থেকে মুক্তি পেয়ে ১৯৭২ সালের ১০ জানুয়ারি স্বদেশ প্রত্যাবর্তন করেন। বাঙালির মুক্তি-সংগ্রামের ইতিহাসে ১০ জানুয়ারি এক ঐতিহাসিক দিন।

জাতির পিতার নেতৃত্বে বাংলাদেশ আওয়ামীল লীগ ১৯৭০ এর নির্বাচনে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে। তিনি বিশ্বাস করতেন, ছয় দফা-এগারো দফার মাধ্যমে শাসনতন্ত্র প্রস্তুত করতে বাংলার জনগণ তাঁকে ভোট দিয়েছিলেন। কিন্তু পাকিস্তানি সামরিক জান্তা জনগণের এ রায়কে উপেক্ষা করে ক্ষমতা কুক্ষিগত করে রাখে। নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর না করে শুরু করে প্রহসন। বাংলার গরিব-দুঃখী নিরস্ত্র মানুষকে নির্বিচারে গুলি করে হত্যা করে। জাতির চূড়ান্ত মুক্তির লক্ষ্যে জাতির পিতা ১৯৭১ সালের ৭ মার্চ তৎকালীন রেসকোর্স ময়দানের জনসমুদ্রে ঘোষণা করেন ‘...প্রত্যেক ঘরে ঘরে দূর্গ গড়ে তোলো। ...এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম; এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।’ ২৫-এ মার্চ কালরাতে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী বাঙালি নিধন শুরু করে। বঙ্গবন্ধু ২৬-এ মার্চের প্রথম প্রহরে বাংলাদেশের আনুষ্ঠানিক স্বাধীনতা ঘোষণা করেন।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্বাধীনতা ঘোষণা করার পরপরই পাকিস্তানি বাহিনী তাঁকে গ্রেফতার করে পাকিস্তানের নির্জন কারগারে প্রেরণ করে। মুক্তিযুদ্ধের নয় মাস নিভৃত কারাগারে তিনি অসহনীয় নির্যাতনের শিকার হন। প্রহসনের বিচারে ফাঁসির আসামি হিসেবে তিনি মৃত্যুর প্রহর গুণতে থাকেন। মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়েও তিনি বাঙালির জয়গান গেয়েছেন। জাতির পিতা ছিলেন মুক্তিযোদ্ধাদের প্রাণশক্তি। তাঁর অবিসংবাদিত নেতৃত্বে বাঙালি জাতি মরণপণ যুদ্ধ করে বিজয় ছিনিয়ে আনে। পরাজিত পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী বাধ্য হয় বঙ্গবন্ধুকে মুক্তি দিতে। জাতির পিতা ১৯৭২’র ১০ জানুয়ারি বাংলার মাটিতে ফিরে আসেন। ঐদিন তৎকালীন রেসকোর্স ময়দানে বিশাল জনসমুদ্রে এক ভাষণে তিনি পাকিস্তানি সামরিক জান্তার নির্মম নির্যাতনের বর্ণনা দেন, সেই সঙ্গে মহান মুক্তিযুদ্ধের সময় গণহত্যা সংঘটনের দায়ে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীকে বিচারের মুখোমুখী করতে জাতিসংঘের প্রতি আহ্বান জানান। বাঙালি জাতি ফিরে পায় জাতির পিতাকে। বাঙালির বিজয় পূর্ণতা লাভ করে।

জাতির পিতা ১২ জানুয়ারি ১৯৭২ প্রধানমন্ত্রী’র দায়িত্ব গ্রহণ করে যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশ পুনর্গঠনে সর্বশক্তি নিয়োগ করেন। তাঁর অনুরোধে ভারতীয় মিত্রবাহিনী ১৯৭২ সালের ১৫ মার্চ এর মধ্যে বাংলাদেশ ত্যাগ করে।   
১০ অক্টোবর ১৯৭২ বিশ্বশান্তি পরিষদ বঙ্গবন্ধুকে ‘জুলিও কুরি’ পুরষ্কারে ভূষিত করে। ১৪ ডিসেম্বর ১৯৭২ বাংলাদেশের প্রথম সংবিধানে বঙ্গবন্ধু স্বাক্ষর করেন। তাঁর আহ্বানে সাড়া দিয়ে জাতিসংঘসহ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থা এবং বন্ধু দেশসমূহ দ্রুত বাংলাদেশেকে স্বীকৃতি প্রদান করে। বাংলাদেশ ১৯৭৪ সালে ওআইসি’র সদস্য হয়। বঙ্গবন্ধুর ঐন্দ্রজালিক নেতৃত্বে অতি অল্পদিনের মধ্যেই বিশ্ব দরবারে বাংলাদেশ মাথা উঁচু করে দাঁড়ায় এবং একটি যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশ থেকে মাত্র সাড়ে তিন বছরেই স্বল্পোন্নত দেশ হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে।

বঙ্গবন্ধু যখন তাঁর স্বপ্নের ‘সোনার বাংলাদেশ’ গড়ার সংগ্রামে নিয়োজিত, তখনই স্বাধীনতাবিরোধী-যুদ্ধাপরাধী চক্র জাতির পিতাকে সপরিবারে হত্যা করে। ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্টের এই ঘৃণ্যতম হত্যাকাণ্ডের   
মধ্য দিয়ে তারা হত্যা, ক্যু ও ষড়যন্ত্রের রাজনীতি শুরু করে। ইনডেমনিটি অর্ডিন্যান্স জারি করে বঙ্গবন্ধু হত্যার বিচারের পথ রুদ্ধ করে দেয়। খুনিদের বিদেশে অবস্থিত বাংলাদেশ দূতাবাসে কূটনীতিকের চাকরি দিয়ে পুরস্কৃত করে। মার্শাল ল’ জারির মাধ্যমে গণতন্ত্রকে হত্যা করে। মুক্তিযুদ্ধের গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাসকে বিকৃত করে। সংবিধানকে ক্ষত-বিক্ষত করে। মত প্রকাশের স্বাধীনতা রুদ্ধ করে। পরবর্তীকালে বিএনপি-জামাত সরকার এই ধারা অব্যাহত রাখে।

চলমান পাতা/২

-২-

দীর্ঘ সংগ্রাম ও অনেক আত্মত্যাগের বিনিময়ে দীর্ঘ ২১ বছর পর ১৯৯৬ সালে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্ব পায়। ২০০৮ সালের ডিসেম্বরের জাতীয় নির্বাচনে জনগণ স্বাধীনতা যুদ্ধে নেতৃত্বদানকারী আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে মহাজোটকে বিপুলভাবে বিজয়ী করে। এই সরকার সংবিধানে পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে জনগণের ভোটের অধিকার নিশ্চিত করে। অবৈধভাবে ক্ষমতা দখলের পথ বন্ধ করে। সেই থেকে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ টানা তৃতীয়বারে মতো রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করে দেশ ও জনগণের উন্নয়নে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। ১১ বছরে দেশের সামষ্টিক অর্থনীতি, কৃষি, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, যোগাযোগ, তথ্যপ্রযুক্তি, অবকাঠামো, বিদ্যুৎ, গ্রামীণ অর্থনীতির উন্নয়ন, কূটনৈতিক সাফল্যসহ প্রতিটি সেক্টরে আমরা ব্যাপক উন্নয়ন করেছি। তৃণমূলের জনগণ আজ উন্নয়নের সুফল পাচ্ছে। বাংলাদেশ আজ অর্থনৈতিক অগ্রগতিতে বিশ্বের ৫টি দেশের একটি; উন্নয়নের ‘রোল মডেল’।

আমাদের বর্তমান জিডিপি প্রবৃদ্ধি ৮ দশমিক ১৩ শতাংশ, যা বাংলাদেশের ইতিহাসে সর্বোচ্চ। দেশে দারিদ্র্যের হার ২০ দশমিক ৫ শতাংশে হ্রাস পেয়েছে। আমাদের মাথাপিছু আয় বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১ হাজার ৯শ   
৯ মার্কিন ডলার। শিক্ষার হার ৭৩ দশমিক ৯ শতাংশ। দেশের ৯৫ ভাগ মানুষ বিদ্যুৎ সুবিধা পাচ্ছেন। মানুষের গড় আয়ু বেড়ে ৭২ বছর ৮ মাস হয়েছে। পদ্মাসেতু, মেট্রোরেল, এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়েসহ সড়ক, রেল, নৌ যোগাযোগ ক্ষেত্রে ব্যাপক অবকাঠামোগত উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। আমরাই বিশ্বে প্রথম শত বছরের ‘ব-দ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০’ বাস্তবায়ন শুরু করেছি।

জঙ্গিবাদ, সন্ত্রাসবাদ ও মাদক নির্মূলে আমাদের সরকার ‘জিরো টলারেন্স’ নীতিতে কাজ করে যাচ্ছে। আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করে জাতির পিতার হত্যাকারীদের বিচার সম্পন্ন করেছি, যুদ্ধাপরাধীদের বিচার কার্য পরিচালনা করছি, বিচারের রায় কার্যকর করা হচ্ছে। আমরা ভারতের সঙ্গে স্থলসীমানা সমস্যার শান্তিপূর্ণ সমাধান করেছি। মিয়ানমার ও ভারতের সঙ্গে সমুদ্রসীমারও শান্তিপূর্ণ সমাধান করেছি। আন্তর্জাতিক বিভিন্ন ফোরামে এবং বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠায় বাংলাদেশ প্রশংসনীয় ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে। বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-১ উৎক্ষেপণের মাধ্যমে আমরা পৃথিবীর ৫৭তম দেশ হিসেবে স্যাটেলাইট-প্রযুক্তির অভিজাত দেশের কাতারে যুক্ত হয়েছি। আওয়ামী লীগ সরকারের সুদূরপ্রসারী উন্নয়ন ভাবনা ও এর সফল বাস্তবায়নের ফলেই এই সব অর্জন সম্ভব হয়েছে।

বাংলাদেশ এবং ইউনেস্কো আগামী বছর যৌথভাবে বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন করবে। আমরা ২০২১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে একটি মধ্যম আয়ের দেশ এবং ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত-সমৃদ্ধ দেশ গড়ে তোলার জন্য নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছি।

স্বাধীনতার সুবর্নজয়ন্তীর প্রাক্কালে দেশ, গণতন্ত্র ও সরকার বিরোধী সকল ষড়যন্ত্র প্রতিহত করে মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে ঐক্যবদ্ধভাবে দেশের এই উন্নয়ন ও গণতন্ত্রের ধারবাহিকতা রক্ষা এবং সুশাসন প্রতিষ্ঠার জন্য এ ঐতিহাসিক দিবসে সকলকে নিজ নিজ অবস্থান থেকে দায়িত্ব পালনের আহ্বান জানাচ্ছি।

আমি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবস উপলক্ষে তাঁর রুহের মাগফিরাত কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।”

#

ইমরুল/পরীক্ষিৎ/রেজ্জাকুল/আসমা/২০২০/১০৩০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৮৬

**স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবস** **উপলক্ষে রাষ্ট্রপতির বাণী**

ঢাকা, ২৫ পৌষ (৯ জানুয়ারি) :

রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবস উপলক্ষে নিম্নোক্ত বাণী প্রদান করেছেন :

“আজ ঐতিহাসিক ১০ জানুয়ারি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবস। দীর্ঘ ৯ মাস ১৪ দিন পাকিস্তানের মিয়ানওয়ালী কারাগারে বন্দিজীবন শেষে ১৯৭২ সালের এই দিনে জাতির পিতা স্বাধীন-সার্বভৌম বাংলাদেশে প্রত্যাবর্তন করেন। সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর চূড়ান্ত বিজয় অর্জিত হলেও প্রকৃতপক্ষে জাতির পিতার স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের মধ্য দিয়েই বিজয়ের পূর্ণতা লাভ করে। আজকের এ দিনে আমি জাতির পিতার স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করছি এবং তাঁর বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা করছি। এ বছর জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী সাড়ম্বরে উদ্‌যাপিত হবে যা বঙ্গবন্ধুর স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবসটিকে আরো বেশি তাৎপর্যমণ্ডিত করেছে। জাতির পিতার জন্মশতবার্ষিকী ও ২০২১ সালে আমাদের মহান স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী যথাযথভাবে উদ্‌যাপনে এগিয়ে আসতে আমি দেশবাসীর প্রতি আহ্বান জানাচ্ছি।

বাঙালির স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে জাতির পিতার অবদান ছিল অতুলনীয়। ১৯৪৮ সালে মাতৃভাষার দাবিতে গঠিত সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের নেতৃত্বসহ ১৯৫২ সালে ভাষা আন্দোলন, ১৯৫৪ সালে যুক্তফ্রন্ট নির্বাচন, ১৯৫৮ সালে জেনারেল আইয়ুব খানের সামরিক শাসনবিরোধী আন্দোলন, ১৯৬২ সালে শিক্ষা কমিশন, ১৯৬৬ সালে ৬-দফা আন্দোলন, ১৯৬৯ সালে গণঅভ্যুত্থান, ১৯৭০ সালে সাধারণ নির্বাচনে আওয়ামী লীগের নিরঙ্কুশ বিজয় সবই হয়েছিল তাঁর নেতৃত্বে। প্রকৃতপক্ষে তিনি ছিলেন বাঙালির স্বপ্নদ্রষ্টা, স্বাধীন বাংলার রূপকার। ১৯৭০ সালের ঐতিহাসিক নির্বাচনে আওয়ামী লীগ নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করলেও পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর ক্ষমতা হস্তান্তরে অনীহার কারণে বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে বাংলার মুক্তিকামী মানুষ অসহযোগ আন্দোলন শুরু করে। ১৯৭১ সালের ৭ মার্চ তাৎকালীন রেসকোর্স ময়দানে ঐতিহাসিক ভাষণে প্রকারান্তরে তিনি স্বাধীনতার ঘোষণা দেন। বজ্রকণ্ঠে তাঁর উচ্চারণ, ‘এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম’। ২৫ মার্চ কালরাত্রে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী বাঙালি নিধনযজ্ঞের নীলনকশা ‘অপারেশন সার্চলাইট’ এর মাধ্যমে গণহত্যা শুরু করে। এ প্রেক্ষাপটে ২৬ মার্চের প্রথম প্রহরে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা দেন এবং সর্বস্তরের জনগণকে মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ার ডাক দেন। চূড়ান্ত বিজয় অর্জিত না হওয়া পর্যন্ত তিনি লড়াই চালিয়ে যাওয়ার আহ্বান জানান। এর পরই পাকিস্তানি জান্তারা বঙ্গবন্ধুকে তাঁর ধানমন্ডির ৩২ নম্বর রোডের বাসা থেকে গ্রেফতার করে এবং তদানিন্তন পশ্চিম পাকিস্তানের মিয়ানওয়ালি কারাগারে বন্দি করে রাখে। বঙ্গবন্ধুর অনুপস্থিতিতে তাঁর নেতৃত্বেই মুক্তিযুদ্ধ চলতে থাকে। ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর বাঙালি জাতি চূড়ান্ত বিজয় অর্জন করে।

চলমান পাতা/২

-২-

১৯৭২ সালের ১০ জানুয়ারি সদ্য-স্বাধীন দেশের মাটিতে পা রেখেই বঙ্গবন্ধু আবেগাপ্লুত হয়ে পড়েন। সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে সমবেত লাখো জনতার উদ্দেশ্যে বঙ্গবন্ধু বলেন, ‘আমার জীবনের সাধ আজ পূর্ণ হয়েছে। আমার সোনার বাংলা আজ স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র’। পাকিস্তানে বন্দিকালীন তাঁর ফাঁসির হুকুম হয়েছিল। কিন্তু বঙ্গবন্ধু ছিলেন তাঁর লক্ষ্যে অটল ও অবিচল। বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন, ‘ফাঁসির মঞ্চে যাওয়ার সময় আমি বলবো, আমি বাঙালি, বাংলা আমার দেশ, বাংলা আমার ভাষা। জয় বাংলা’। দেশ ও জনগণের প্রতি এমন অকৃত্রিম ভালোবাসার উদাহরণ বিশ্বে বিরল।

১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট বঙ্গবন্ধুকে সপরিবারে হত্যার মাধ্যমে স্বাধীনতাবিরোধী শক্তি তাঁর আদর্শ মুছে দিতে এবং দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব খর্ব করতে অপচেষ্টা চালিয়েছিল। কিন্তু বাঙালি বীরের জাতি। যতদিন বাংলাদেশ ও বাঙালি থাকবে ততদিন বঙ্গবন্ধু সবার অনুপ্রেরণার উৎস হয়ে থাকবেন। বঙ্গবন্ধুর সুযোগ্য কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বর্তমান সরকার দেশকে উন্নয়ন ও অগ্রগতির পথে এগিয়ে নিতে নিরলস প্রয়াস চালাচ্ছে। ইতোমধ্যে বাংলাদেশ শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কৃষি, তথ্যপ্রযুক্তি, নারীর ক্ষমতায়নসহ বিভিন্ন খাতে বিশ্বব্যাপী উন্নয়নের ‘রোল মডেল’ হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। বাংলাদেশ আজ সর্বক্ষেত্রে এগিয়ে যাচ্ছে। উন্নয়নের এ ধারা অব্যাহত থাকলে বাংলাদেশ ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত ও সমৃদ্ধ দেশে পরিণত হবে, ইনশাল্লাহ।

মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় ঐক্যবদ্ধ হয়ে বঙ্গবন্ধুর অসমাপ্ত কাজ সম্পাদনের মাধ্যমে দেশকে এগিয়ে নেওয়াই হোক, এবারের বঙ্গবন্ধুর স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবসে সকলের অঙ্গীকার।

খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।‍‍”

#

আজাদ/পরীক্ষিৎ/জুলফিকার/রেজ্জাকুল/আসমা/২০২০/১০৩০ ঘণ্টা